গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
www.imed.gov.bd

নং ২১.০০.০০০০.২৩১.১৪.০০৫.১৭-০৬

তারিখ: ০৮ কার্তিক ১৪২৯
২৪ অক্টোবর ২০২২

বিষয়ঃ 'বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত **'বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়)'** শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক ১৭-২৩/০৯/ ও ০১-০৪/১০/২০২২ পরিদর্শন করে একটি সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপঃ

I. নিয়মবহির্ভুতভাবে আন্তঃঅংগ সমন্বন না করেই ৬টি অঙ্গে অতিরিক্ত ২০১.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃঙ্খলার পরিপন্থী। স্থানীয় সরকার বিভাগ অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করবে;

II. প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ে গ্রাম আদালতের সুফল পেতে ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ এর ২য় তফসিল সংশোধন করত: ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীর তালিকায় গ্রাম আদালত পরিচালনা করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যায়;

III. গ্রাম আদালতের আর্থিক এখতিয়ার বৃদ্ধি এবং অধিকতর যুগউপযোগী করার জন্য গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ লেজিসলেটিভ বিভাগে যাচাই বাছাইরত অবস্থায় রয়েছে সংশোধিত আইনটি অনুমোদনের বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ;

IV. ইউনিয়ন পরিষদের কাজের পরিধি বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে গ্রাম আদালত পরিচালনার ক্ষেত্রে জনবল সমস্যা উল্লেখযোগ্য। এ সমস্যা সমাধানের জন্য আবশ্যিকভাবে প্রতিটি ইউনিয়নপরিষদে দ্রুত হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (এএসিও) পদে লোকবল নিয়োগ/পদায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

V. নির্বাচিত নতুন ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের গ্রাম আদালত পরিচালনার বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ না থাকায় গ্রাম আদালত গতিশীলতা পাচ্ছে না। প্রকল্প সমাপ্তির পরেও যাতে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু থাকে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে NILG কে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে;

VI. ২য় পর্যায় প্রকল্পে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম ১০৮০টি ইউনিয়নে চলমান ছিল। গ্রাম আদালতের সত্যিকার সুফল পাওয়ার জন্য গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ এর সংশোধনের পাশাপাশি সারাদেশের সকল ইউনিয়নে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।

০২। প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ২৪/১১/২০২২ তারিখের মধ্যে আইএমইডি'কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ২৭ (সাতাশ) পৃষ্ঠা।

Registry, AVCB Phase-II			
Date	24.10.22 Rislam		
Entry no	37		
To	In	Out	Initial
Prog. Sp			
R&EM			
O&PM			
Ad&Com Sp.			
C&D Mgr			
L&G [illegible]			
F[illegible]			
O[illegible]			
Re[illegible]			

(মোঃ আমিনুর রহমান) 24/10/22
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ৯১৮০৭২০
ই-মেইলঃ raminur61@yahoo.com

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭।
২। প্রকল্প পরিচালক, "বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়)" স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। প্রজেক্ট ম্যানেজার, "বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়)" স্থানীয় সরকার বিভাগ,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্যঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইএমইডি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩, আইএমইডি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
www.imed.gov.bd

নং ২১.০০.০০০০.২৩১.১৪.০০৫.১৭-০৬

তারিখ: ০৮ কার্তিক ১৪২৯
২৪ অক্টোবর ২০২২

বিষয়ঃ 'বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত **'বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়)'** শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক ১৭-২৩/০৯/ ও ০১-০৪/১০/২০২২ পরিদর্শন করে একটি সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপঃ

I. নিয়মবহির্ভুতভাবে আন্তঃঅংগ সমন্বন না করেই ৬টি অঙ্গে অতিরিক্ত ২০১.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃঙ্খলার পরিপন্থী। স্থানীয় সরকার বিভাগ অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করবে;

II. প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ে গ্রাম আদালতের সুফল পেতে ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ এর ২য় তফসিল সংশোধন করত: ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীর তালিকায় গ্রাম আদালত পরিচালনা করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যায়;

III. গ্রাম আদালতের আর্থিক এখতিয়ার বৃদ্ধি এবং অধিকতর যুগউপযোগী করার জন্য গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ লেজিসলেটিভ বিভাগে যাচাই বাছাইরত অবস্থায় রয়েছে সংশোধিত আইনটি অনুমোদনের বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ;

IV. ইউনিয়ন পরিষদের কাজের পরিধি বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে গ্রাম আদালত পরিচালনার ক্ষেত্রে জনবল সমস্যা উল্লেখযোগ্য। এ সমস্যা সমাধানের জন্য আবশ্যিকভাবে প্রতিটি ইউনিয়নপরিষদে দ্রুত হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (এএসিও) পদে লোকবল নিয়োগ/পদায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

V. নির্বাচিত নতুন ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের গ্রাম আদালত পরিচালনার বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ না থাকায় গ্রাম আদালত গতিশীলতা পাচ্ছে না। প্রকল্প সমাপ্তির পরেও যাতে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু থাকে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে NILG কে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে;

VI. ২য় পর্যায় প্রকল্পে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম ১০৮০টি ইউনিয়নে চলমান ছিল। গ্রাম আদালতের সত্যিকার সুফল পাওয়ার জন্য গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ এর সংশোধনের পাশাপাশি সারাদেশের সকল ইউনিয়নে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।

০২। প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ২৪/১১/২০২২ তারিখের মধ্যে আইএমইডি'কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ২৭ (সাতাশ) পৃষ্ঠা।

24/10/22

(মোঃ আমিনুর রহমান)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ৯১৮০৭২০
ই-মেইলঃ raminur61@yahoo.com

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭।
২। প্রকল্প পরিচালক, "বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়)" স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। প্রজেক্ট ম্যানেজার, "বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়)" স্থানীয় সরকার বিভাগ,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্যঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইএমইডি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩, আইএমইডি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর ৩
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
www.imed.gov.bd

প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন/ ২০২২)

১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়)
২। প্রকল্প পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম : মোঃ আমিনুর রহমান, সহকারী পরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
৩। প্রকল্প পরিদর্শনের তারিখ : ১৭-২৩/০৯/২০২২ (খ্রি:) ও ০১-০৪/১০/২০২২ (খ্রি:)
৪। প্রকল্পের অবস্থান : বিভাগ-৮টি, জেলা-৩০টি, উপজেলা- ১৫৪টি ও ইউনিয়ন- ১,২০১টি
৫। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৬। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি)

৭। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (বৈ.মু.)	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন-কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
২৮০৯৪.৩০	৩১৮৯৫.১৪	৩০৫১৪.৮১ (০.০০)	জানুয়ারি ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০১৯	জানুয়ারি ২০১৬- জুন ২০২২	জানুয়ারি ২০১৬- জুন ২০২২	৩৮০০.৮৪ (১৩.৫৩%)	৩০ মাস (৬২.৫০%)

৮। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন: প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)

কোড	অঙ্গের বিবরণ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (৩০.০৬.২০২২)		হ্রাস/বৃদ্ধি +/(-)
			আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	
ক)	**রাজস্ব ব্যয়**						
৩১১১১০১	অফিসারদের বেতন	জনবল	৫৯৮৫.০২	৭৩	৫৯২৮.৮৭	৭৩	৫৬.১৬
৩১১১২০১	প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিদের বেতন	জনবল	৩১৭.৭৫	৮	৩৩৯.৩৭	৮	(২১.৬২)
৩২৪১১০১	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	৪৮৮.৪৬	থোক	৪০৭.৭৫	থোক	৮০.৭১
৩২১১১২৯	অফিস ভাড়া ও মেইনটেনেন্স	সংখ্যা	৫৮০.৫৫	২৯	৬১৫.৯৯	২৯	(৩৫.৪৪)
৩২১১১১৯	ডাক	মাস	১২.৫০	৭৮	-	৭৮	১২.৫০
৩২১১১২০	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার মেইনটেনেন্স	মাস	১৮৩.৭৯	৭৮	১৭৬.৩৬	৭৮	৭.৪৪
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, অয়েল এন্ড লুব্রিক্যান্ট	মাস	১০৪.০৭	৭৮	৮৩.৯৮	৭৮	২০.০৯
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	সংখ্যা	১৩২০.৯২	১০৫	১০৮৫.৫	৯৯	২৩৫.৪১
৩২৫৫১০৪	স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্পস	মাস	৮২.৯১	৭৮	৫৯.৮১	৭৮	২৩.১০
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	১৩.৫০	থোক	১০.২৫	থোক	৩.২৫
৩২৩১২০১	প্রশিক্ষণ ব্যয়	সংখ্যা	২৩২৩.৯৫	২৩৫৬	১৯৬৫.১৮	২১৩০	৩৫৮.৭৭
৩২৪২১০১	বৈদেশিক ভ্রমণ/স্ট্যাডি ট্যুর	সংখ্যা	৯৬.১১	৩	৬০.৯৪	২	৩৫.১৭
৩২১১১১১	সেমিনার, কনফারেন্স ও ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	১২৯০.৮১	৫৩০০	৭৩৬.০৮	২৮৩৯	৫৫৪.৭৩
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	মাস	০.৯০	৭৮	০.০৬	৭৮	০.৮৪

কোড	অঙ্গের বিবরণ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (৩০.০৬.২০২২)		হ্রাস/বৃদ্ধি +/(-)
			আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	
৩২২১১০৯	ব্যবস্থাপনা ব্যয়	থোক	১৭৮১.১৮	থোক	১৭৫৫.৬২	থোক	২৫.৫৬
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি	সংখ্যা	২৭৩.১৩	২২	১৪০.০৩	১৫	১৩৩.১০
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি সাব-কন্ট্রাক্ট (এনজিও)	এনজিও	১৫৯৭১.৪৩	৭	১৬১১৩.৬০	৭	(১৪২.১৭)
৩১১১৩৩২	সম্মানীভাতা	সংখ্যা	৬.৬৬	১৬	৩.৮৯	১৩	২.৭৭
৩২৫৭১০৪	জরিপ	সংখ্যা	৩৫৭.৯১	৮	৩৫৮.০৫	৮	(০.১৪)
৩২৫২১০৮	স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী	সেট	২৫.৬০	১২৩৫	-	-	২৫.৬০
	মোট রাজস্ব ব্যয়		**৩১২১৭.১৫**		**২৯৮৪১.৩২**		**১৩৭৫.৮৩**
খ	**মুলধন ব্যয়**						
৪১১২১০১	মোটরযান	সংখ্যা	৮০.৯৬	১৭	৮০.৯৬	১৭	-
৪১১২৩১৬	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	সংখ্যা	৪১.২১	১২	৪১.৫৮	১২	(০.৩৭)
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	২৬৩.০৬	২১২	২৬১.৫০	১৯৪	১.৫৭
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জাম	সংখ্যা	৬৩.৫২	৫৪	৬৫.৩২	৫২	(১.৮০)
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	সেট	২৭.৬৮	৪৪	২২.৫৮	৪৩	৫.১০
৩৮২১১০৪	সিডি/ভ্যাট(মোটরযান)	সংখ্যা	২০১.৫৫	২	২০১.৫৫	২	-
	মোট মুলধন ব্যয়ঃ		**৬৭৭.৯৯**		**৬৭৩.৪৯**		**৪.৫০**
	মোট ব্যয়ঃ (ক+খ)		**৩১৮৯৫.১৪**		**৩০৫১৪.৮১ (প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৫.৬৭%)**	৯৫.৬৭ %	**১৩৮০.৩৩**

৯। **৬টি অঙ্গে অতিরিক্ত ব্যয়:**

প্রকল্পটির সংশোধিত আরটিএপিপি ডিপিএ অংশে ৩১১১২০১ নং কোডে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন খাতে ৩১৭.৭৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৩৩৯.৩৭ লক্ষ টাকা, ৩২১১১২৯ নং কোডে অফিস ভাড়া ও মেইনটেনেন্স খাতে ৫৮০.৫৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৬১৫.৯৯ লক্ষ টাকা, ৩২৫৭১০১ নং কোডে কনসালটেন্সি সাব-কন্ট্রাক্ট (এনজিও) খাতে ১৫৯৭১.৪৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১৬১১৩.৬০ লক্ষ টাকা, ৩২৫৭১০৪ নং কোডে জরিপ খাতে ৩৫৭.৯১ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৩৫৮.০৫ লক্ষ টাকা, ৪১১২৩১৬ নং কোডে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম খাতে ৪১.২১ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৪১.৫৮ লক্ষ টাকা এবং ৪১১২৩১০ নং কোডে অফিস সরঞ্জাম খাতে ৬৩.৫২ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৬৫.৩২ লক্ষ টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ২০১.৬৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।

'সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন' নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১৯.১.১ এবং ১৯.১.২ অনুযায়ী কোন অঙ্গের ব্যয় হ্রাস বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে আন্তঃঅংগ ব্যয় সমন্বয় এর প্রস্তাব প্রণয়ন করতে হবে এবং প্রথমবার আন্তঃঅংগ ব্যয় সমন্বয়ের প্রস্তাব ডিপিইসি/ডিএসপিইসি'র সুপারিশক্রমে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী অনুমোদন করবেন। আলোচ্য প্রকল্পে ২০১.৬৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করার বিষয়ে এরূপ কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি যা পরিকল্পনা শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

১০। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: প্রযোজ্য নহে।

১১। **প্রকল্পের পটভূমি:**

সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গ্রাম আদালতের কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে ইউএনডিপি ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)-এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় ৭ বছর মেয়াদী (২০০৯-২০১৫) 'অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস্ ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশের ১৪টি জেলার ৫৬টি উপজেলার ৩৫১টি ইউনিয়নে সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের আগ্রহের প্রেক্ষিতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকার এই প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ "বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়)" প্রকল্পটি সাড়ে ৬ বছরের জন্য (জানুয়ারি, ২০১৬- জুন, ২০২২) দেশের ১,০৮০টি ইউনিয়নে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ১২১টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পটির সফলতার ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের আগ্রহের প্রেক্ষিতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকার এই প্রকল্পটির প্রস্তাবিত তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ "বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (৩য় পর্যায়)" প্রকল্পটি ৫ বছরের জন্য (জুলাই, ২০২২-জুন, ২০২৭) পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত সারা দেশে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে গ্রাম আদালত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের অল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে বিচারিক সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে এবং উচ্চ আদালতে মামলার জট কমানোর মাধ্যমে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও এসডিজি ১৬.৩ এর লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করবে। এছাড়া, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সারা দেশে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বিচারিক সেবা প্রদান নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে যা এসডিজি ৫-এর লক্ষ্য অর্জনেও বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করবে। এ প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ ইইউ, ইউএনডিপি ও বাংলাদেশ সরকার- এর আর্থিক সহায়তায় সারা দেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ এই প্রকল্পের টিএপিপি প্রস্তুত করে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করেছে। একইভাবে ইউএনডিপি কর্তৃক প্রকল্প দলিল (ProDoc) প্রস্তুত করে প্রতিস্বাক্ষরের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে নতুনভাবে বাংলাদেশের ৩,০৪১টি ইউনিয়নে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ করা হবে, যা অত্র প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকল্পভুক্ত ছিল না। এছাড়া প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ইতোমধ্যে যে ১,৪১৬টি ইউনিয়নে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ করা হয়েছে সে সকল ইউনিয়নে উক্ত সেবা চলমান রাখার নিমিত্তে রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সহায়তা প্রদান করা হবে। মূলত: প্রকল্পের মোট কর্ম এলাকা হবে ৪,৪৫৭টি ইউনিয়ন অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

সামগ্রিক উদ্দেশ্য: বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে অবদান রাখা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

ক. দেশের সমতল এলাকায় সুসংগঠিত গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্থানীয় বিরোধ নিরসন পদ্ধতিকে উন্নত ও শক্তিশালী করণের মাধ্যমে স্থানীয় বিচারিক চাহিদা পূরণ এবং যথাযথ আইনি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অধিকতর সংবেদনশীল করা।

খ. স্থানীয় জনগণ বিশেষ করে নারী, দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা তাদের প্রতি সংঘটিত অন্যায়সমূহের প্রতিকার চাইতে পারে এবং স্থানীয় পর্যায়ে দ্রুততম সময়ে, স্বল্প খরচে ও স্বচ্ছতার সাথে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে।

১৩। প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধন:

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় **(লক্ষ টাকায়)**				**বাস্তবায়নকাল**	**অনুমোদনের তারিখ**	মূল/ পূর্ববর্তী আরডিপিপি'র সাপেক্ষে পরিবর্তন	
	মোট	**জিওবি**	**প্র:সা:**	**অন্যান্য**			**ব্যয় (%)**	**মেয়াদ (%)**
মূল	২৮০৯৪.৩০	৪০৬২.৫০	২৪০৩১.৮০		জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৯	২৭.১২.২০১৬		
সংশোধিত (১ম)	৩১১৭৪.০৮	৪০৬২.৫০	২৭১১১.৫৮		জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৯	০৭.১০.২০১৯	৩০৭৯.৭৮ (১০.৯৬%)	
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম)	৩১১৭৪.০৮	৪০৬২.৫০	২৭১১১.৫৮		জানুয়ারি ২০১৬-ডিসেম্বর ২০২০	১৫.১২.২০১৯		১২ মাস (২৫%)
সংশোধিত (২য়)	৩১৮৯৫.১৪	৪৪৪০.৩১	২৭৪৫৪.৮৩		জানুয়ারি ২০১৬-জুন ২০২২	১২.০৫.২০২১	৭২১.০৬ (২.৩১%)	১৮ মাস (৩০%)

(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় বৃদ্ধির হার (%): ১৩.৫২%
(গ) মূল মেয়াদের সাথে ক্রমপুঞ্জিভূত মেয়াদ বৃদ্ধির হার (%): ৬২.৫০%

১৪। প্রকল্প সংশোধনের প্রধান কারণ:
১ম সংশোধনীর কারণ:
প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি: পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ৩টি জেলায় প্রকল্প কার্যক্রম সম্প্রসারণ, বর্ধিত প্রকল্প ব্যয় অন্তর্ভুক্তিকরণ, বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রকল্পের কিছু কার্যক্রমের খাতওয়ারী বাজেট বরাদ্দ পুনর্বন্টন ও নতুন কিছু কার্যক্রম সংযোজন, বৈদেশিক মুদ্রার (মার্কিন ডলার) বিনিময় হারজনিত লাভ-ক্ষতি এবং ইউএনডিপি ও ডানিডার কনট্রিভিউশন সমন্বয় সাধন প্রভৃতি কারণে প্রকল্পের ১ম সংশোধন সম্পন্ন করা হয়।

২য় সংশোধনীর কারণ:

টিএপিপি-এর ১ম সংশোধনী এবং তৎপরবর্তী 'ব্যয়-বৃদ্ধি ব্যতীত মেয়াদ বৃদ্ধি' মোতাবেক প্রকল্পের ২য় পর্যায় সমাপ্ত হওয়ার মেয়াদ ছিল ডিসেম্বর, ২০২০। ২০১৯ সালে বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারি শুরু হওয়ায় প্রকল্পের অনেক কার্যক্রম বাস্তবায়ন স্থগিত ও বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এদিকে প্রকল্পের ৫ম পিএসসি সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ২০২২ সাল হতে দেশব্যাপী প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায় শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফলে অসমাপ্ত কার্যক্রম সম্পাদন ও দু'টি পর্যায়ের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখা, বর্ধিত প্রকল্প ব্যয় অন্তর্ভুক্তিকরণ, বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম-এর ৩টি জেলাসহ প্রকল্পের কিছু কার্যক্রমের খাতওয়ারী বাজেট বরাদ্দ পূনর্বন্টন, বৈদেশিক মুদ্রার (মার্কিন ডলার) বিনিময় হারজনিত লাভ-ক্ষতি সমন্বয় প্রভৃতি কারণে প্রকল্পের ২য় সংশোধন সম্পন্ন করা হয়।

১৫। আর্থিক অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	প্রাক্কলিত ব্যয়		আরএডিপি বরাদ্দ		জিওবি অর্থ ছাড়	ব্যয়		অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা প্রঃসাঃ	মোট	টাকা প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	১০	১১
২০১৫-২১০৬								
২০১৬-২০১৭	৪২৪৫.৭৬	৫৯৯.৪৮ ৩৬৪৬.২৮	৪৫৬৩.	৮২৭.০০ ৩৭৩৬.০০	৭০২.	৪২৪৫.৭৬	৫৯৯.৪৮ ৩৬৪৬.২৮	৩১৭.২৪
২০১৭-২০১৮	৭১৮৮.৬৫	৯৯৪.৩৯ ৬১৯৪.২৬	৭৫০৮.	১২৯০.০০ ৬২১৮.০০	১০৬৫.৮	৭১৮৮.৬৫	৯৯৪.৩৯ ৬১৯৪.২৬	৩১৯.৩৫
২০১৮-২০১৯	৬৩৬৪.৯৭	৫৭২.৬২ ৫৭৯২.৩৫	৬৬০০.	৮০০.০০ ৫৮০০.০০	৭৭৫.	৬৩৬৪.৯৭	৫৭২.৬২ ৫৭৯২.৩৫	২৩৫.০৩
২০১৯-২০২০	৪৫০১.৭	৪২১.৮৩ ৪০৭৯.৮৭	৭৩৫০.	১১৫০.০০ ৬২০০.০০	৮২১.৭৫	৪৫০১.৭	৪২১.৮৩ ৪০৭৯.৮৭	২৮৪৮.৩
২০২০-২০২১	৮২৪৯.৬২	১৬৭৭.৫৪ ৬৫৭২.০৮	৬৭৫০.	১২৫০.০০ ৫৫০০.০০	৫৭৭.	৪৩৩১.৬	৩০৭.০২ ৪০২৪.৫৮	২৪১৮.৪
২০২১-২০২২	১৩৪৪.৪৪	১৭৪.৪৫ ১১৬৯.৯৯	৪৩৩৫.	৬২০.০০ ৩৭১৫.০০	২৭৮.৪৬	৩৮৮২.১৩	২০৫.৫১ ৩৬৭৬.৬২	৪৫২.৮৭
মোট	**৩১৮৯৫.১৪**	**৪৪৪০.৩১ ২৭৪৫৪.৮৩**	**৩৭১০৬.**	**৫৯৩৭.০০ ৩১১৬৯.০০**	**৪২২০.০১**	**৩০৫১৪.৮১ প্রাক্কলিত ব্যয়ের (৯৫.৬৭%)**	**৩১০০.৮৫ ২৭৪১৩.৯৬**	**৬৫৯১.১৯**

১৬। জিওবি খাতের অব্যয়িত অর্থ কোষাগারে ফেরত প্রদান সম্পর্কিত:

প্রকল্পকালীন সময়ে এডিপি/আরএডিপি'তে বরাদ্দ অনুসারে মোট ৪২২০.০১ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়। এর মধ্যে প্রকল্পের প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সভা, সম্মানিভাতা ব্যয় নির্বাহের জন্য ২৯৭৬.৭৭ লক্ষ টাকা প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তর হতে অগ্রিম উত্তোলন পূর্বক প্রকল্পের এনপিডি কর্তৃক পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে জমা দেয়া হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন জিওবি খাতে মোট ব্যয় হয় ৩১০০.৮৫ লক্ষ টাকা (এর মধ্যে এনপিডি অফিস ২২১৫.০৩ লক্ষ টাকা, চট্টগ্রাম কাস্টমস কর্তৃপক্ষ সিডিভ্যাট বাবদ ২০১.৫৫ লক্ষ টাকা)। এনপিডি কর্তৃক পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে অগ্রিম উত্তোলিত ২৯৭৬.৭৭ লক্ষ টাকা হতে (২২১৫.০৩+২০১.৫৫) ২৪১৬.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অবশিষ্ট (২৯৭৬.৭৭-২৪১৬.৫৮) = ৫৬০.১৯ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকে। এনপিডি কর্তৃক পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে অব্যয়িত অর্থের প্রত্যয়ন পত্র ও চালানের কপি সংযুক্ত করা হলো। (Annex-01_GOB Allocation, fund release, expenditure and deposit status)।

প্রকল্প সাহায্য খাতে ব্যয় মূলত: ইউএনডিপি'র পরিচালিত ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ও তাদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে নির্বাহ করা হয়ে থাকে। প্রকল্পের বৈদেশিক সাহায্য অংশের সকল ব্যয় ইউএনডিপি'র মাধ্যমে সরাসরি Direct Country Office Support (DCOS) পদ্ধতিতে ব্যয়িত হয় এবং জাতীয় প্রকল্প পরিচালকের মাধ্যমে বৈদেশিক সাহায্য অংশের কোন ব্যয় সম্পাদিত হয় না বা কোন অর্থ এনপিডি কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্প ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর হয় না সেহেতু প্রকল্প সাহায্য খাতের অব্যয়িত অর্থের সমন্বয়ের প্রয়োজন পড়ে না।

১৭। **প্রধান প্রধান অঙ্গের অগ্রগতির বর্ণনা:**

মুদ্রণ ও বাঁধাই: প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত ডকুমেন্ট/পাবলিকেশন মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে- (ক) গ্রাম আদালতের ফরম ও রেজিস্টার, সাইনবোর্ড, ডিজিটাল সাইনবোর্ড, বিল বোর্ড, ব্যানার, (খ) গ্রাম আদালত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (৭০০ কপি), প্রশিক্ষণ ফ্লিপচার্ট (২৫০ কপি), গ্রাম আদালত পরিচালনা ম্যানুয়াল (২,৮০০ কপি), জেন্ডার সচেতনতা বিষয়ক কৌশলপত্র ও জেন্ডার গাইডলাইন, (গ) প্রকল্পের বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯) (৩,২০০ কপি), (ঘ) গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ সহজ পাঠ (২০,০০০ কপি), গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশ্নোত্তর (Frequently Ask Question) নামক পুস্তিকা (৩,০০০ কপি), গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত শিক্ষণীয় চার্ট, বিচারিক প্রক্রিয়া ও সাফল্যের কাহিনী সম্বলিত নিউজলেটার 'উচ্ছাস' , (ঙ) কেস স্টোরি বুক, প্রকল্পের রেজাল্টস রিফ্লেকশন নামক লিফলেট। এছাড়া, গ্রাম আদালত ও তার বিচারিক সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন পোস্টার, পুস্তিকা, নিউজলেটার, জেন্ডার কমিটমেন্টস, ব্রশিউর, গ্রাম আদালত আইন ও বিধি সম্পর্কিত বুকলেট, পকেট কার্ড, নোট প্যাড, ফোল্ডার, ফেস্টুন ইত্যাদি। (চ) অধিকন্তু, গ্রাম আদালত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রাম আদালতের উপর ভিডিও লার্নিং এইড তৈরি করা হয়েছে এবং ১ মিনিটের টিভিসি প্রস্তুত করে তা নিয়মিত জাতীয় পর্যায়ের মোট ৬টি টেলিভিশন চ্যানেলে সম্প্রচার করা হয়েছে।

প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়: জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকা, ক্ষুদে বার্তা ও সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাম আদালত ও তার বিচারিক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচারণা চালানো হয়েছে। এতে ১০ কোটি মানুষ গ্রাম আদালত সম্পর্কে জেনেছে।

প্রশিক্ষণ:

২য় পর্যায়ের প্রকল্পটিতে প্রশিক্ষণ খাতে ২৩৫৬টি কোর্স পরিচালনার জন্য ২৩২৩.৯৫ লক্ষ টাকা ধরা ছিল । এর বিপরীতে ২১৩০টি কোর্স পরিচালনা করা হয়েছে এ খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ১৯৬৫.১৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নলিখিত প্রশিক্ষণসমূহ পরিচালনা করা হয়েছে:

(ক) *'গ্রাম আদালত' বিষয়ক প্রশিক্ষণ:* প্রকল্প কার্যক্রমে সংশ্লিষ্টদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ২৭ জেলায় ২টি জেলা প্রশিক্ষণ দল (ডিটিপি) তৈরি করা হয়েছে। মাস্টার প্রশিক্ষক দ্বারা ডিটিপি সদস্যদেরকে (৪৪৭ জন) টিওটি (প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ) প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার ডিটিপি সদস্যদের দ্বারা ২৭টি জেলায় প্রকল্পের আওতাভুক্ত ১,০৮০ ইউনিয়নের সর্বমোট ২৭,৩৬৭ জনকে (ইউপি চেয়ারম্যান, সচিব, সদস্য, গ্রাম পুলিশ, গ্রাম আদালত সহকারী) 'গ্রাম আদালত পরিচালনা'এর উপর দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) *ডিএমআইই পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ:* প্রকল্পভুক্ত ২৭ জেলার ১২৮টি উপজেলায় বিকেন্দ্রীকৃত পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন (DMIE) পদ্ধতির উপর দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ৩,৬৯২ জন অংশগ্রহণকারী (ইউপি চেয়ারম্যান-১,০৪০ জন, ইউপি সচিব-১,০৩২ জন, হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর -৩৮২ জন, গ্রাম আদালত সহকারী - ১,০০৬ জন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা-২৩২ জন) অংশগ্রহণ করেছে যার মধ্যে ১৮% নারী।

(গ) *এমএন্ডই এর উপর প্রশিক্ষণ:* মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ১৯১ জন স্টাফকে 'প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন' বিষয়ে ২ দিন ব্যাপী এবং ৬৮ জন স্টাফকে 'প্রকল্পের গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ' বিষয়ে ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) *পিএমআইএস ও ভিসিএমআইএস এর উপর প্রশিক্ষণ:* ৬৫ জন স্টাফকে 'প্রকল্পের ওয়েবভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (PMIS)' উপর ২ দিন ব্যাপী এবং নির্বাচিত ৫৭টি ইউনিয়নের হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর এবং ইউপি সচিবকে 'ওয়েবভিত্তিক গ্রাম আদালত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (VCMIS)'- এর উপর ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(ঙ) *মামলা ব্যবস্থাপনা ও নথি সংরক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ:* পার্বত্য জেলার প্রকল্পভুক্ত এলাকার ৪,২৭৩ জন হেডম্যান, কার্বারী, ইউপি চেয়ারম্যান ও সচিবকে (নারী-১৩%) প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার অধীনে মামলা ব্যবস্থাপনা ও নথি সংরক্ষণের উপর এবং নির্বাচিত ১৫টি ইউনিয়ন পরিষদের ৯৮ জন ইউপি চেয়ারম্যান, প্যানেল চেয়ারম্যান, ইউপি সচিব ও গ্রাম আদালত সহকারীকে (নারী-২১%) গ্রাম আদালত এর উপর দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(চ) *পপুলার থিয়েটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ:* প্রকল্পের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পপুলার থিয়েটার বিষয়ে যুবকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫ দিন মেয়াদী ১২টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে যেখানে ৩৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নিয়েছেন (নারী-৫১%)। পরবর্তীতে স্থানীয় প্রথাগত বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের দ্বারা ৭২টি পপুলার থিয়েটার আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ১৪,৩৩৯ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন (নারী- ৫৮%)

বৈদেশিক ভ্রমণ/স্টাডি ট্যুর: প্রকল্পের আওতায় ২টি বৈদেশিক ভ্রমণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রথমটি প্রকল্পের সমভূমি এলাকার আওতায় ফিলিপাইনে ও দ্বিতীয়টি প্রকল্পের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আওতায় ভারতে এ ভ্রমণ সম্পন্ন হয়।

আয়োজিত সেমিনার, কনফারেন্স ও ওয়ার্কশপসমূহ:

- ২৭টি জেলায় বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা (অংশগ্রহণকারী জেলা দায়রা জজ, জুডিশিয়ারী ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারসহ ৮৭৫ জন)।
- ২৭টি জেলায় সাংবাদিকদের সাথে ২৭টি গ্রাম আদালত বিষয়ক কর্মশালা (অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকসহ ১১০০ জন)।
- বিভাগীয় পর্যায়ে জেলা প্রশিক্ষণ পুলের সদস্যদের সাথে রিফ্লেকশন কর্মশালা ৮টি।জেলা পর্যায়ে জেন্ডার ও গ্রাম আদালত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সচেতনীকরণ কর্মশালা।
- বিভাগীয় পর্যায়ে জেন্ডার ও মানবাধিকার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে সচেতনীকরণ কর্মশালা ।
- বিভাগীয় পর্যায়ে গ্রাম আদালত বিষয়ক কর্মশালা ৮টি।
- জেন্ডার সচেতনতা বিষয়ে কৌশলপত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে পরামর্শ সভা ।
- নারী উন্নয়ন ফোরামের সাথে গ্রাম আদালত বিষয়ে কর্মশালা ।
- গ্রাম আদালত বিষয়ে যুব কর্মশালা ।
- উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার ও উপজেলা নির্বাহী পরিচালকদের নিয়ে পরিচিতিমূলক কর্মশালা ৩টি ।
- জাতীয় পর্যায়ে উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার ও ডিএফদের সাথে ৩টি প্রজেক্ট রিফ্লেকশন কর্মশালা ।
- জাতীয় পর্যায়ে গ্রাম আদালত সম্পর্কে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক ১টি কর্মশালা (অংশগ্রহণকারী ১৩৩ জন) ।
- জাতীয় পর্যায়ে ১টি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা ।
- গ্রাম আদালতের কার্যক্রম অধিকতর শক্তিশালীকরণে গ্রাম আদালত ও গ্রাম আদালতের আইনী সেবার উপর বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন মত বিনিময় কর্মশালা ((স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, পুলিশ বিভাগের প্রতিনিধি, জেলা আইন সহায়তা কর্মকর্তা, সাংবাদিক, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ অংশগ্রহণকারী ২৬,০০০ জন) ।
- জাতীয় পর্যায়ে প্রজেক্ট রিফ্লেকশন (স্থায়ীকরণ, শিখন এবং ভবিষ্যত করণীয়) কর্মশালা (অংশগ্রহণকারী মোট ২২২ জন)।
- প্রকল্পের মাধ্যমে উঠান বৈঠক, কমিউনিটি সভা, মাল্টিমিডিয়া ড্রামা শো, যুব কর্মশালা ও র‍্যালী আয়োজনের মাধ্যমে প্রায় ১ কোটি ১৬ হাজার স্থানীয় লোককে (নারী ৫৮%) গ্রাম আদালতের উপর সচেতন করা হয়েছে। এছাড়া, ৪৯৪টি নারী উন্নয়ন ফোরামের সাথে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ১৬,৯০০ অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।
- প্রকল্পের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গ্রাম আদালত ও তার বিচারিক সেবা -এর উপর ১টি সংবেদনশীল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে ৫০ জন স্থানীয় লোক অংশগ্রহণ করেছেন (নারী- ২০%)।
- ২৭টি জেলায় এবং ১২৮টি উপজেলায় গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটি (ভিসিএমসি) এর ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কনসালটেন্সি: প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে কনসালট্যান্ট নিয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেঃ গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটি (VCMC) গঠন সংক্রান্ত পরিপত্র সংশোধন, প্রকল্পের তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (PMIS) তৈরি, গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ সংশোধন, স্থানীয় সরকার বিভাগের মইই অনুবিভাগের পরিবীক্ষণে সহায়তাকরণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ডকুমেন্ট তৈরি ও প্রকাশনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কনসালট্যান্ট নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

জরিপ: বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় মোট ৮টি জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রকল্পের সমভূমি এলাকায় নিয়োগকৃত ফার্ম-Innovation for Poverty Action (IPA) কর্তৃক ২টি জরিপ (বেইজলাইন ও এন্ড লাইন) এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৬টি (বেইজলাইন, এন্ড লাইন, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ মোট ৬টি) জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের সমভূমি এলাকায় প্রকল্পের লেসনস লার্নিং, নারীর ক্ষমতায়নের উপর গ্রাম আদালতের প্রভাব এবং গ্রাম আদালতের সেবা গ্রহীতাদের সন্তুষ্টির উপর সমীক্ষা কার্য সম্পাদনের জন্য আরও ৩টি জরিপ পরিচালিত হয়েছে।

১৮। প্রকল্পের প্রধান প্রধান ক্রয়/ কাজ সংক্রান্ত তথ্য (আরডিপিপি'র তথ্যানুযায়ী):

ক) অনুমোদিত ২য় সংশোধিত টিএপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: ১৩ টি (পণ্য-৬ টি, কার্য-শূন্য টি, সেবা-৭টি)।

খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য:

প্যাকেজ (১,২,৩)	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য		ক্রয় পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ			প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ
	ডিপিপি/ আরটিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত তাং	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	সময় বৃদ্ধির পরিমাণ ও কারণ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
ক) আরটিপিপি-তে বিদ্যমান ৬টি পণ্য প্যাকেজের বিবরণ:												
প্যাকেজ নং-১): ২ টি গাড়ী, ১৫টি মটর সাইকেল	তাং অনল্লেখিত ; ৮০.৯৬ লক্ষ	২৬ জানুয়ারি ২০১৭ (২ টি গাড়ী) ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ (১৫টি	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে (যেটি	ইউএনডি পি'র ক্রয় বিধি অনুসরণে	ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান	ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান	তারিখ টিপিপি-তে অনল্লেখিত ও ৮০.৯৬ লক্ষ	১৬ মার্চ ২০১৭ (২ টি গাড়ী) ০২ নভেম্বর ২০১৬ (১৫টি	৩০ মে ২০১৭ (২ টি গাড়ী) ০৫ ডিসেম্বর ২০১৬	১৩ আগষ্ট ২০১৭ (২টি গাড়ী) ০২ নভেম্বর ২০১৬	গাড়ীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময় লেগেছে ২ মাস ১৩দিন; সিডি-ভ্যাট পরিশোধে	সিডি-ভ্যাট ছাড়করণ ও পরিশোধে

প্যাকেজ (১,২,৩)	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য		ক্রয় পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ			প্রকল্প বাস্তবায় বিলম্বে কারণ
	ডিপিপি/ আরটিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত তাং	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	সময় বৃদ্ধির পরিমাণ ও কারণ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
		মটর সাইকেল)	প্রযোজ্য)					মটর সাইকেল); প্রকৃত মূল্য যথাক্রমে৫০.৭৬ লক্ষ ও ১৮.৫৮ লক্ষ	(১৫টি মটর সাইকেল) ০৫ ডিসেম্বর ২০১৬	(১৫টি মটর সাইকেল) ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬	বিলম্ব। মটর সাইকেল এর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময় লেগেছে ১০দিন; পরিদর্শন ও পরিবহণে বিলম্ব।	বিলম্ব।
প্যাকেজ নং-২): ১২ প্রকার যন্ত্রপাতি	তারিখ অনল্লোখিত; ১২ টি পণ্যের জন্য একত্রে মোট বরাদ্দ ৪২.১৬ লক্ষ	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে ও প্রাক্কলিত বাজেট এর মধ্যে ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে (যেটি প্রযোজ্য)	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে (যখন যেটি প্রযোজ্য)	ঐ	ঐ	তারিখ টিপিপি-তে অনল্লোখিত ও ৪২.১৬ লক্ষ	আইটেম ভিত্তিকচুক্তির প্রকৃত তারিখ ও চুক্তি মূল্যের উল্লেখ সময় সাপেক্ষ বিধায় প্রদান করা সম্ভব নয়।	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ এর মধ্যে কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখ এর মধ্যে কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	প্রযোজ্য নহে।	বাস্তবায় কোন বিলম্ব হয়নি।
প্যাকেজ নং-৩): কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সফ্টওয়ার - ২১২টি	তারিখ অনল্লোখিত ; ২১২ টি পণ্যের জন্য একত্রে মোট বরাদ্দ ২৬৩.০৬ লক্ষ	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে ও প্রাক্কলিত বাজেট এর মধ্যে ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে (যেটি প্রযোজ্য)	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে (যখন যেটি প্রযোজ্য)	ঐ	ঐ	তারিখ টিপিপি-তে অনল্লোখিত ও ২৬৩.০৬ লক্ষ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
প্যাকেজ নং-৪): ৫৪ ধরনের অফিস যন্ত্রপাতি	তারিখ অনল্লোখিত ; ৫৪ টি পণ্যের জন্য একত্রে মোট বরাদ্দ ৬৩.৫২ লক্ষ	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে ও প্রাক্কলিত বাজেট এর মধ্যে ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে (যেটি প্রযোজ্য)	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে (যখন যেটি প্রযোজ্য)	ঐ	ঐ	তারিখ টিপিপি-তে অনল্লোখিত ও ৬৩.৫২ লক্ষ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
প্যাকেজ নং-৫): ৪৪ ধরনের আসবাবপত্র	তারিখ অনল্লোখিত ; ৪৪ টি পণ্যের জন্য একত্রে মোট বরাদ্দ ২৭.৬৮ লক্ষ	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে ও প্রাক্কলিত বাজেট এর মধ্যে ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে (যেটি প্রযোজ্য)	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে (যখন যেটি প্রযোজ্য)	ঐ	ঐ	তারিখ টিপিপি-তে অনল্লোখিত ও ২৭.৬৮ লক্ষ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
প্যাকেজ নং-৬): ১০৫টি মুদ্রণ ও প্রকাশনা	তারিখ অনল্লোখিত ; ১০৫ টি পণ্যের জন্য একত্রে মোট বরাদ্দ ১৩২০.৯২ লক্ষ	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে ও প্রাক্কলিত বাজেট এর মধ্যে ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে (যেটি প্রযোজ্য)	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে (যখন যেটি প্রযোজ্য)	ঐ	ঐ	তারিখ টিপিপি-তে অনল্লোখিত ও ১৩২০.৯২ লক্ষ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
খ) আরটিপিপি-তে বিদ্যমান ৭টি সেবা প্যাকেজের বিবরণ:												
প্যাকেজ নং-১): প্রকল্প অফিস ভাড়া ও রক্ষনাবেক্ষণ (২৭টি ডিএফ অফিসসহ ২৮টি)	তারিখ অনল্লোখিত ; ২৮ টি সেবাকার্য ও এর রক্ষনাবেক্ষণ বাবদ বরাদ্দ ৫৮০.৫৫ লক্ষ	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে ও প্রাক্কলিত বাজেট এর মধ্যে ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে (যেটি প্রযোজ্য)	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে (যখন যেটি প্রযোজ্য)	ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান	ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান	তারিখ টিপিপি-তে অনল্লোখিত ও ৫৮০.৫৫ লক্ষ	চুক্তির নির্ধারিত তারিখ ও চুক্তি মূল্য অনুযায়ী কার্য সম্পন্ন হয়েছে।	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ এর মধ্যে কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখ এর মধ্যে কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	প্রযোজ্য নহে।	বাস্তবায় কোন বিলম্ব হয়নি।
প্যাকেজ নং-২): ৪৬ ধরনের ২৩৫৬টি প্রশিক্ষণ	তারিখ অনল্লোখিত ; ২৩৫৬টি সেবাকার্য এর জন্য থোক বরাদ্দ ২৩২৩.৯৫ লক্ষ	ঐ	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে (যেটি প্রযোজ্য)	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে (যখন যেটি প্রযোজ্য)	ঐ	ঐ	তারিখ টিপিপি-তে অনল্লোখিত ও ২৩২৩.৯৫ লক্ষ	ঐ	ঐ	চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখ এর মধ্যে কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	প্রযোজ্য নহে।	ঐ
প্যাকেজ নং-৩): ৩টি শিক্ষা সফর	তারিখ অনল্লোখিত ; ৩টি সেবাকার্য এর জন্য	ঐ	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে	ঐ	ঐ	তারিখ টিপিপি-তে অনল্লোখিত ও ৯৬.১১	-	-	চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখ এর	প্রযোজ্য নহে।	-

প্যাকেজ (১,২,৩)	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য		ক্রয় পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ			প্রকল্প বাস্তবায় বিলম্বে কারণ
	ডিপিপি/ আরটিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত তাং	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	সময় বৃদ্ধির পরিমাণ ও কারণ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
	একত্রে মোট বরাদ্দ ৯৬.১১ লক্ষ		(যেটি প্রযোজ্য)	(যখন যেটি প্রযোজ্য)			লক্ষ			মধ্যে কাজ সম্পন্ন হয়েছে।		
প্যাকেজ নং-৪): ৬১ ধরনের ৫৩০০টি কর্মশালা	তারিখ অনল্লোখিত ; ৬১ ধরনের ৫৩০০টি সেবাকার্য এর জন্য একত্রে মোট বরাদ্দ ১২৯০.৮১ লক্ষ	ঐ	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে (যেটি প্রযোজ্য)	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে (যখন যেটি প্রযোজ্য)	ঐ	ঐ	তারিখ টিপিপি-তে অনল্লোখিত ও ১২৯০.৮১ লক্ষ	চুক্তির নির্ধারিত তারিখ ও চুক্তি মূল্য অনুযায়ী কার্য সম্পন্ন হয়েছে।	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ এর মধ্যে কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখ এর মধ্যে কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	প্রযোজ্য নহে।	বাস্তবায় কোন কিবলম্ব হয়নি।
প্যাকেজ নং-৫): ২২ ধরনের পরামর্শক ও সাব-কন্ট্রাক্ট	তারিখ অনল্লোখিত ; ২২টি সেবাকার্য এর জন্য মোট বরাদ্দ ২৭৩.১৩ লক্ষ	ঐ	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে (যেটি প্রযোজ্য)	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে (যখন যেটি প্রযোজ্য)	ঐ	ঐ	তারিখ টিপিপি-তে অনল্লোখিত ও ২৭৩.১৩ লক্ষ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
প্যাকেজ নং-৬): ০৭ ধরনের সাব-কন্ট্রাক্ট	তারিখ অনল্লোখিত ; ০৭টি সেবাকার্য এর জন্য মোট বরাদ্দ ১৫,৯৭১.৪৩ লক্ষ	ঐ	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে (যেটি প্রযোজ্য)	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে (যখন যেটি প্রযোজ্য)	ঐ	ঐ	তারিখ টিপিপি-তে অনল্লোখিত ও ১৫,৯৭১.৪৩ লক্ষ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
প্যাকেজ নং-৭): ৮টি সার্ভে	তারিখ অনল্লোখিত; ৮টি সেবাকার্য এর জন্য মোট বরাদ্দ ৩৫৭.৯১ লক্ষ	ঐ	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে (যেটি প্রযোজ্য)	ইউএনডি পি/জিওবি ক্রয় বিধি অনুসরণে (যখন যেটি প্রযোজ্য)	ঐ	ঐ	তারিখ টিপিপি-তে অনল্লোখিত ও ৩৫৭.৯১ লক্ষ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

(নোট: প্রকল্পের আরটিপিপি-তে উল্লিখিত ৬টি পণ্য এবং ৭টি সেবা প্যাকেজের ক্রয় কার্য মূলতঃ স্থানীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী পিপিআর ২০০৮ এর আলোকে বিভিন্ন ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণর্পূবক প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন সময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি প্যাকেজের আওতায় অনেকগুলি পণ্য বা সেবা অন্তর্ভুক্ত থাকায় এবং বিভিন্ন সময় সেগুলোর ক্রয়কার্য ভিন্ন ভিন্ন ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণে সম্পন্ন হওয়ায় প্রতিটি ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি।)

১৯। পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ:

আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আমিনুর রহমান কর্তৃক যথাক্রমে গত ১৮/০৯/২০২২ তারিখ রাঙ্গামাটি জেলার সদর উপজেলার হেডম্যান নেটওয়ার্ক-এর রাজদিপ কার্যালয়, চাকমা সার্কেল চীফ কার্যালয় ও ১২৯ নং কাইন্ডা মৌজার হেডম্যান-এর বাড়ি, ১৯/০৯/২০২২ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার বারৈয়াঢালা, মুরাদপুর ও বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়ন, ২১/০৯/২০২২ তারিখে রংপুর জেলার সদর উপজেলার সদ্যপুস্করনি ও হরিদেবপুর ইউনিয়ন, বদরগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়ন, তারাগঞ্জ উপজেলার হারিয়ারকুটি ইউনিয়ন, ২২/০৯/২০২২ তারিখে পঞ্চগড় জেলার তেতুলিয়া উপজেলার তেতুলিয়া সদর ও বাংলাবন্দ ইউনিয়ন, বোদা উপজেলার ময়দানদিঘি ইউনিয়ন, ০২/১০/২০২২ তারিখে খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার দামোদর ও জমিরা ইউনিয়ন, দিঘলিয়া উপজেলার আড়ংঘাটা ইউনিয়ন, ০৩/১০/২০২২ তারিখে বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার মুলঘর ও ফকিরহাট ইউনিয়ন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে রাঙ্গামাটি জেলায় প্রকল্প কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ কার্যক্রম ও সমতল ভূমিতে উল্লিখিত ইউনিয়নসমূহে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম ও অগ্রগতি তথা সার্বিক পারফরমেন্স পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। সমতল ভূমিতে পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রেজিস্টার ও নথি-পত্র পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি গ্রাম আদালত সহকারী (প্রকল্প কর্তৃক দায়িত্ব হস্তান্তরের পর বর্তমানে কোন কোন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তাদের নিজস্ব অর্থায়নে বহাল রেখেছেন), হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (এএসিও), ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব, উপকারভোগী ও বিভিন্ন শ্রেণীর স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রকল্প কর্তৃক বাস্তবায়িত গ্রাম আদালত সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম, করণীয় ও সর্বোপরি গ্রাম আদালত স্থায়ীকরণে সুপারিশসমূহ নিয়ে আলোচনা, ইউনিয়নভিত্তিক গ্রাম আদালতের পারফরমেন্স, মামলার নথি বিশ্লেষণসহ সরজমিনে প্রকল্প কর্তৃক প্রদেয় এজলাসসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরিদর্শিত এলাকায় বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের অগ্রগতির চিত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

পরিদর্শিত এলাকায় গ্রাম আদালত বাস্তবায়নের প্রকৃত চিত্র:

(ক) চেয়ারম্যান এর নাম এবং মোবাইল নম্বরঃ (খ) এএসিও এর নাম এবং মোবাইল নং	গৃহীত মামলার সংখ্যা		মামলা নিস্পত্তি	মামলা হতে ক্ষতিপুরণ আদায় (আর্থিক এবং জমির মূল্যসহ)	মামলা বাবদ ফিস আদায় (দেওয়ানি ও ফৌজদারী)	ফিস সরকারি কোষাগারে জমা	উপকারভোগী নারী	উপকারভোগী পুরুষ	প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের সংখ্যা	ভিসিএ মআইএস আছে? (হ্যা/ না)	এএসিও আছে? (হ্যা/ না	ভিসিএ আছে ? (হ্যা/ না	প্রকল্প হতে প্রাপ্ত আসবাবপত্র	প্রকল্প হতে প্রাপ্ত মটর সাইকেলের সংখ্যা	সাপ্তাহিক আদালত কোনদিন অনুষ্ঠিত হয়

২নং বারৈয়াঢালা ইউনিয়ন, সীতাকুন্ড, চট্রগ্রাম

(ক) মোঃ রেহান উদ্দিন রেহান (০১৮১৯৮৩৭৯৯৩) (খ) -	মোট মামলা	১৫০	১৪৮	৮১৩,৭৯০	২৩৩০	২৩৩০	৬৯	৮১	২৫ জন	না	না	হ্যা	এজলাস সেট ১টি, ২টি বেঞ্চ, ১টি টেবিল, ১টি চেয়ার, ১টি আলমিরা, ১টি সেলফ, ১টি ফ্যান, ১টি সাইনবোর্ড	প্রযোজ্য নয়	রবি বার
	দেওয়ানি মামলা	৮৪	৮২												
	ফৌজদারী মামলা	৬৬	৬৬												
	উচ্চ আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলা	১	১												

মামলা নং ২৩/২০-এর নথি বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয়। মামলার নথির সাথে ফিস ও জরিমানার রেজিস্টার, মামলা রেজিস্টার, পত্র প্রদান রেজিস্টার, ডিক্রী ও আদেশের রেজিস্টার এবং অর্থ ও ক্ষতিপূরণ লেনদেন রেজিস্টার মিলিয়ে দেখা হয় যা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে৷ প্রতিবাদী নূর মহল ও তার সহযোগী কর্তৃক আবেদনকারী নূর মোহাম্মদ মারামারির ঘটনায় আহত হয়। মারামারিতে আহত হয়ে আবেদনকারী প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ১০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করে গ্রাম আদালতে মামলা দায়ের করে। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিবাদীর প্রতি সমন জারি করে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রাম আদালত গঠন করা হয় এবং পরবর্তীতে শুনানীঅন্তে মামলাটি নিস্পত্তি হয় এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিবাদী কর্তৃক আবেদনকারী'কে ৭০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। মামলাটি পর্যালোচনা কালে সকল রেজিস্টার যথাযথভাবে পূরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে (Annex-2_Case-01)।

৪নং মুরাদপুর ইউনিয়ন, সীতাকুন্ড, চট্রগ্রাম

(ক) এস এম রেজাউল করিম বাহার (খ) -	মোট মামলা	১৮৩	১৭৩	৩১৭৪০০	১৮৬০	১৮৬০	৯০	৯৩	২৫ জন	না	না	হ্যা	এজলাস সেট ১টি, ২টি বেঞ্চ, ১টি টেবিল, ১টি চেয়ার, ১টি আলমিরা, ১টি সেলফ, ১টি ফ্যান, ১টি সাইনবোর্ড	প্রযোজ্য নয়	রবি বার
	দেওয়ানি মামলা	২৭	২৭												
	ফৌজদারী মামলা	১৫৬	১৪৬												
	উচ্চ আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলা	২২	১৭												

এই ইউনিয়নের মামলা নং-০৫/২০-এর নথি বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয়। মামলার আবেদনকারী এনামুল হক (০১৮৩৭৬১৩৩৩১) প্রতিবাদী রিজিয়া বেগমকে ৬০,০০০ টাকা ধার দেয়. প্রতিবাদী ৩০,০০০ টাকা কথা অনুযায়ী আবেদনকারীকে ফেরত দেয় কিন্ত বাকী ৩০,০০০ দিব দিব করে আর ফেরত দেয়নি। ফলে আবেদনকারী ৩০,০০০ টাকা ফিরে পেতে গ্রাম আদালতে মামলা দায়ের করে। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিবাদীর প্রতি সমন জারি করে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রাম আদালত গঠন করা হয় এবং পরবর্তীতে শুনানীঅন্তে মামলাটি নিস্পত্তি হয় এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিবাদী কর্তৃক আবেদনকারী'কে ৩০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। পরিদর্শনকালে মামলার আবেদনকারী ও প্রতিবাদী উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়েই বিচারিক প্রক্রিয়া ও মামলার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে (Annex-03_Case-02)।

৪নং বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়ন, সীতাকুন্ড, চট্রগ্রাম

(ক) মোঃ শওকত আলী জাহাঙ্গীর (০১৮১৯৯৭৩৭৮২) (খ) -	মোট মামলা	৩১৬	৩১২	৫৭৩০০০	২২৯০	২১২০	১০৭	২০৯	২৫ জন	না	না	হ্যা	এজলাস সেট ১টি, ২টি বেঞ্চ, ১টি টেবিল, ১টি চেয়ার, ১টি আলমিরা, ১টি সেলফ, ১টি ফ্যান, ১টি সাইনবোর্ড	প্রযোজ্য নয়	বৃহস্পতি বার
	দেওয়ানি মামলা	১০	১০												
	ফৌজদারী মামলা	৩০৬	৩০২												
	উচ্চ আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলা	১৫	১৫												

মামলা নং-২৭/২০-এর নথি বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয়। মামলার নথির সাথে ফিস ও জরিমানার রেজিস্টার, মামলা রেজিস্টার, পত্র প্রদান রেজিস্টার, ডিক্রী ও আদেশের রেজিস্টার এবং অর্থ ও ক্ষতিপূরণ লেনদেন রেজিস্টার মিলিয়ে দেখা হয় যা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে৷ তবে ২০২২ সালে ৪৩ টি মামলা নিস্পত্তি হয়েছে যেগুলো পূর্বের ন্যায় সঠিকভাবে ডকুমেন্টেশন হয়নি। ইউপি চেয়ারম্যান ব্যক্তিগতভাবে প্রকল্প চলাকালীন যে ভিসিএ নিয়োগপ্রাপ্ত ছিল তাকে কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে গ্রাম আদালত পরিচালনার কাজে নিয়োজিত রেখেছেন।

৪নংসদ্যপুষ্করিনী ইউনিয়ন, রংপুর সদর, রংপুর															
(ক) মোঃ সোহেল রানা (০১৭১৪৯৪২৮৪৬) (খ) নাজমুন নাহার (০১৭৩৮০৯৯৪৮৮)	মোট মামলা	২৭৩	২৩৭	৯৪৭০০	২৮৭০	২৮৭০	১৬০	১১৩	২৬ জন (ইউপি চেয়ার ম্যান, সসদ্য, ইউপি সচিব, এএসি ও, ভিসিএ ও গ্রাম পুলিশ)	হ্যা	হ্যা	নাই	এজলাস সেট ১টি, ২টি বেঞ্চ, ১টি টেবিল, ১টি চেয়ার, ১টি আলমিরা, ১টি সেলফ, ১টি ফ্যান ১টি লেপটপ	০১	সোম ও বৃহস্পতি বার
	দেওয়ানি মামলা	১৪	১২												
	ফৌজদারী মামলা	২৫৯	২২৫												
	উচ্চ আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলা	০২	০২												
গোপালপুর ইউনিয়ন, বদরগঞ্জ, রংপুর															
(ক) মোঃ শামসুল আলম (০১৭১৮৬২৬৩১০) (খ) ইসরাত জাহান (০১৭১২১৭০৯০৯)	মোট মামলা	৩২৭	৩২৬	১০৪২১০০	৩৭০০	৩৭০০	১৪১	১৮৬	২৫ জন (ইউপি চেয়ার ম্যান, সসদ্য, ইউপি সচিব, ভিসিএ ও গ্রাম পুলিশ)	না	হ্যা	হ্যা	এজলাস সেট ১টি, ২টি বেঞ্চ, ১টি টেবিল, ১টি চেয়ার, ১টি আলমিরা, ১টি সেলফ, ১টি ফ্যান ফরমস, রেজিষ্টার, ফেস্টুন	০১	সোম ও বৃহস্পতি বার
	দেওয়ানি মামলা	৪৯	৪৯												
	ফৌজদারী মামলা	২৭৮	২৭৭												
	উচ্চ আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলা	০৬	০৬												

মামলা নং-৬০/২০-এর নথি বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয়। মামলার নথির সাথে ফিস ও জরিমানার রেজিস্টার, মামলা রেজিস্টার, পত্র প্রদান রেজিস্টার, ডিক্রী ও আদেশের রেজিস্টার এবং অর্থ ও ক্ষতিপূরণ লেনদেন রেজিস্টার মিলিয়ে দেখা হয় যা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য, ইউপি সচিব, এএসিও, ভিসিএ ও গ্রাম পুলিশসহ সকলেই প্রকল্প থেকে গ্রাম আদালত বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার ২ দিন গ্রাম আদালত অনুষ্ঠিত হয়।

হরিদেবপুর ইউনিয়ন, রংপুর সদর, রংপুর															
(ক) মোঃ ইকবাল (০১৭১২৭৫৩২৬৩) (খ) মোঃ তোজাম্মেল হোসাইন (০১৭৭৩৩৬০০৫৭)	মোট মামলা	২৪৬	২৪৬	৬৫০৪৫০	২৫৭০	২৫৭০	১২১	১২৫	২৬ জন (ইউপি চেয়ার ম্যান, সসদ্য, ইউপি সচিব, এএসি ও, ভিসিএ ও গ্রাম পুলিশ)	না	হ্যা	না	এজলাস সেট ১টি, ২টি বেঞ্চ, ১টি টেবিল, ১টি চেয়ার, ১টি আলমিরা, ১টি সেলফ, ১টি ফ্যান ফরমস, রেজিষ্টার, ফেস্টুন	০	সোম ও বৃহস্পতি বার
	দেওয়ানি মামলা	২৫	২৫												
	ফৌজদারী মামলা	২২১	২২১												
	উচ্চ আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলা	১৪	১৪												
হারিয়ারকুটি ইউনিয়ন, তারাগঞ্জ উপজেলা, রংপুর															
(ক) কুমারেশ রায় (০১৭১২৯৩২৬৪০) (খ) আবু শাহীন মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম (০১৭১২৫৬৪২৮৪)	মোট মামলা	৩৮৮	৩৮৮	১৯,০৮,৪৪০	৪৫১০	৪৩৩০	১৪৯	২৩৯	২৬ জন (ইউপি চেয়ার ম্যান, এএসি ও,সসদ্য, ইউপি সচিব, ভিসিএ ও গ্রাম পুলিশ)	হ্যা	হ্যা	হ্যা	এজলাস সেট ১টি, ২টি বেঞ্চ, ১টি টেবিল, ১টি চেয়ার, ১টি আলমিরা, ১টি সেলফ, ১টি ফ্যান ফরমস, রেজিষ্টার, ফেস্টুন ১টি লেপটপ ১টি প্রিন্টার	০১	সোম ও বৃহস্পতি বার
	দেওয়ানি মামলা	৭০	৭০												
	ফৌজদারী মামলা	৩১৮	৩১৮												
	উচ্চ আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলা	০৭	০৭												
তেতুলিয়া সদর ইউনিয়ন, তেতুলিয়া উপজেলা, পঞ্চগড়															
(ক) মাসুদ করিম সিদ্দীকি (০১৭১৮৭৭০২০৮) (খ) মোঃ জাকির হোসেন (০১৭২৩৩১৩৩১৯)	মোট মামলা	১৮৯	১৮৫	২৫৫৬৩১	১৭৫০	১৭৫০	৭৮	১১১	২৫ জন (ইউপি চেয়ার ম্যান, সসদ্য, ইউপি সচিব, ভিসিএ ও গ্রাম পুলিশ)	না	হ্যা	হ্যা	এজলাস সেট ১টি, ২টি বেঞ্চ, ১টি টেবিল, ১টি চেয়ার, ১টি আলমিরা, ১টি সেলফ, ১টি ফ্যান, ১টি সাইনবোর্ড ফরমস, রেজিষ্টা, ফেস্টুন	০১	মঙ্গল ও বৃহস্পতি বার
	দেওয়ানি মামলা	১০													
	ফৌজদারী মামলা	১৭৯													
	উচ্চ আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলা	২৪	২১												

মামলা নং-২০/২০-এর নথি বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয়। মামলার নথির সাথে ফিস ও জরিমানার রেজিস্টার, মামলা রেজিস্টার, পত্র প্রদান রেজিস্টার, ডিক্রী ও আদেশের রেজিস্টার এবং অর্থ ও ক্ষতিপূরণ লেনদেন রেজিস্টার মিলিয়ে দেখা হয় যা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উক্ত মামলার আবেদনকারীর সাথে সরাসরি কথা বলার সময় সে গ্রাম আদালত থেকে বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য, ইউপি সচিব, এএসিও, ভিসিএ ও গ্রাম পুলিশসহ সকলেই প্রকল্প থেকে গ্রাম আদালত বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। সপ্তাহে মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার ২ দিন গ্রাম আদালত অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাবন্দ ইউনিয়ন, তেতুলিয়া উপজেলা, পঞ্চগড়															
(ক) মোঃ কুদরত ই খুদা (মিলন) , ০১৭১৩৭৬৯০৫৬ (খ) মোঃ নাজমুল হক (০১৭৯৪৯০৪৪৭৬)	মোট মামলা	২২৯	২২৯	৪৮২৩০০	২৪৭০	২৪৭০	১০৮	১২১	২৪ জন (ইউপি চেয়ারম্যান, সসদ্য, ইউপি সচিব, এএসিও, ভিসিএ ও গ্রাম পুলিশ)	না	হ্যা	হ্যা	এজলাস সেট ১টি, ২টি বেঞ্চ, ১টি টেবিল, ১টি চেয়ার, ১টি আলমিরা, ১টি সেলফ, ১টি ফ্যান, ১টি সাইনবোর্ড ফরমস, রেজিষ্টা, ফেস্টুন	০১	রবি বার
	দেওয়ানি মামলা	১৮	১৮												
	ফৌজদারী মামলা	২১১	২১১												
	উচ্চ আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলা	০২	০২												
ময়দান দিঘি ইউনিয়ন, বোদা উপজেলা, পঞ্চগড়															
(ক) মোঃ আব্দুল জাব্বার (০১৭১৬১২৫৪৭৩) (খ) মোঃ রনি (০১৭১৯২৪৯০৯৬)	মোট মামলা	৩৭৫	৩৭৫	১৪৫৫০৭০	৩৯২০ (অন্য ইউপি ও কোর্ট থেকে প্রেরিত দেওয়ানী ১৬ ও ফৌজদারী ২৪)	৩৯২০	৮৫	২৯০	২৬ জন (ইউপি চেয়ারম্যান, সসদ্য, ইউপি সচিব, এএসিও, ভিসিএ ও গ্রাম পুলিশ)	না	হ্যা	না	এজলাস সেট ১টি, ২টি বেঞ্চ, ১টি টেবিল, ১টি চেয়ার, ১টি আলমিরা, ১টি সেলফ, ১টি ফ্যান, ১টি সাইনবোর্ড ফরমস, রেজিষ্টার, ফেস্টুন	০০	বৃহস্পতি বার
	দেওয়ানি মামলা	৭৩	৭৩												
	ফৌজদারী মামলা	৩০২	৩০২												
	উচ্চ আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলা	০৮	০৮												
দামোদর ইউনিয়ন, ফুলতলা উপজেলা, খুলনা															
(ক) শরীফ মোহাম্মদ ভূইয়া (০১৯১০৬৯৬৯৫৮) (খ) শেখ গোলাম মর্তুজা (০১৯১৮২৪৩৩১২)	মোট মামলা	২১৭	২১৭	৮৫৬৫০৯	৩২১০	৩২১০	৭৮	১৩৯	২৫ জন (ইউপি চেয়ারম্যান, সসদ্য, ইউপি সচিব, এএসিও, ভিসিএ ও গ্রাম পুলিশ)	হ্যা	হ্যা	হ্যা	এজলাস সেট ১টি, ২টি বেঞ্চ, ১টি টেবিল, ১টি চেয়ার, ১টি আলমিরা, ১টি সেলফ, ১টি ফ্যান, ১টি লেপটপ, ১টি সাইনবোর্ড প্রকল্প হতে ফরমস, রেজিষ্টার, ফেস্টুন ইত্যাদি প্রদান করা হয়	০১	মঙ্গল বার
	দেওয়ানি মামলা	১১৮	১১৮												
	ফৌজদারী মামলা	৯৯	৯৯												
	উচ্চ আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলা	১৬	১৬												
জামিরা ইউনিয়ন, ফুলতলা উপজেলা, খুলনা															
(ক) মোঃ মনিরুল ইসলাম সরদার (০১৭৩৯৫২২৫৬৬) (খ) সুব্রত কুমার পাল (০১৯৩৭১৯৯৩৭৮)	মোট মামলা	৩১৭	৩১৩	২০৬৩৭৩৬	৪৫৮৫ (দেও:২৭২০, ফৌ: ১৬৪০, নকল: ২২৫)	৪৫৮৫	৯৮	২১৯	২৬ জন (ইউপি চেয়ারম্যান, সসদ্য, ইউপি সচিব, এএসিও, ভিসিএ ও গ্রাম পুলিশ)	হ্যা	হ্যা	না	এজলাস সেট ১টি, ২টি বেঞ্চ, ১টি টেবিল, ১টি চেয়ার, ১টি আলমিরা, ১টি সেলফ, ১টি ফ্যান, ১টি প্রজেক্টর, ১টি স্ক্রীন, ১টি সাইনবোর্ড প্রকল্প হতে ফরমস, রেজিষ্টার, ফেস্টুন ইত্যাদি প্রদান করা হয়	০১	মঙ্গল বার
	দেওয়ানি মামলা	১৩৬	১৩২												
	ফৌজদারী মামলা	১৮১	১৮১												
	উচ্চ আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলা	১৭	১৭												

আড়ংঘাটা ইউনিয়ন, দিঘলিয়া উপজেলা, খুলনা															
(ক) এস এম ফরিদ আক্তার (০১৯১১৬২১১৭৭) (খ) শেখ রায়হান হোসেন (০১৬৮২০৭৫২৫৬)	মোট মামলা	১৩৯	১৩৯	২৯৭৯৯৫০	২৮৩০	২৮৩০	৬১	৭৮	২৬ জন (ইউপি চেয়ারম্যান, সসদ্য, ইউপি সচিব, এএসিও, ভিসিএ ও গ্রাম পুলিশ)	হ্যা	হ্যা	না	এজলাস সেট ১টি, ২টি বেঞ্চ, ১টি টেবিল, ১টি চেয়ার, ১টি আলমিরা, ১টি সেলফ, ১টি ফ্যান, ১টি সাইনবোর্ড প্রকল্প হতে ফরমস, রেজিষ্টার, ফেস্টুন ইত্যাদি প্রদান করা হয়	০১	সোম বার
	দেওয়ানি মামলা	১০৪	১০৪												
	ফৌজদারী মামলা	৩৫	৩৫												
	উচ্চ আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলা	০	০												

নিষ্পত্তিকৃত ৩/২১ নং মামলার নথির সাথে ফিস ও জরিমানার রেজিস্টার, মামলা রেজিস্টার, পত্র প্রদান রেজিস্টার, ডিক্রী ও আদেশের রেজিস্টার এবং অর্থ ও ক্ষতিপূরণ লেনদেন রেজিস্টার মিলিয়ে দেখা হয় যা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই মামলার নথি ও তথ্য ভিসিএমআইএস-এর মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয় এবং মামলার নথি প্রিন্ট করা হয়। অত্র ইউনিয়নে ভিসিএমআইএস নিয়মিত মেইনটেইন করে থাকে। প্রকল্প কর্তৃক প্রদত্ত এজলাস সেট ১টি, ২টি বেঞ্চ, ১টি টেবিল, ১টি চেয়ার, ১টি আলমিরা, ১টি সেলফ, ১টি ফ্যান ও ১টি সাইনবোর্ড সরজমিনে পাওয়া যায়। ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য, ইউপি সচিব, এএসিও, ভিসিএ ও গ্রাম পুলিশসহ সকলেই প্রকল্প থেকে গ্রাম আদালত বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। সপ্তাহে সোম বার ১ দিন গ্রাম আদালত অনুষ্ঠিত হয়।

মূলঘর ইউনিয়ন, ফকিরহাট উপজেলা, বাঘেরহাট															
(ক) এ্যাডভোকেট হিটলার গোলদার (০১৭১৬৮০৩৮৪৪) (খ) -	মোট মামলা	১৯২	১৯২	১৩২৫১০০	৩২৪০	৩২৪০	১১৮	৭৪	২৫ জন (ইউপি চেয়ারম্যান, সসদ্য, ইউপি সচিব, ভিসিএ ও গ্রাম পুলিশ)	না	না	না	এজলাস সেট ১টি, ২টি বেঞ্চ, ১টি টেবিল, ১টি চেয়ার, ১টি আলমিরা, ১টি সেলফ, ১টি ফ্যান, ১টি সাইনবোর্ড প্রকল্প হতে ফরমস, রেজিষ্টার, ফেস্টুন ইত্যাদি প্রদান করা হয়	০০	রবি বার
	দেওয়ানি মামলা	১৩৭	১৩৭												
	ফৌজদারী মামলা	৫৫	৫৫												
	উচ্চ আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলা	৩	৩												

জুলাই ২০১৭-জানুয়ারি ২০২১ সাল পর্যন্ত মামলার নথি ও রেজিস্টার আপডেট পাওয়া যায় কিন্ত পরবর্তী সময়ে মামলাগুলো আপডেট করা হয়নি। ০৪/২২ নং মামলাটি ২০২২ সালে নিষ্পত্তি হয়েছে কিন্তু পূর্বের ন্যায় সঠিকভাবে এর ডকুমেন্টেশন হয়নি। এ প্রসঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদ সচিব জনাব মোঃ সোহেল রানা বলেন, "গ্রাম আদালত সহকারী নেই বলে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে গেছে।" মামলার ফিস বাবদ ৩২৪০ টাকা যথাযথভাবে ইউনিয়ন পরিষদের অনুকূলে সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে যার অনুকূলে ফিস রেজিস্টারে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সচিবের প্রাপ্তি স্বীকার স্বাক্ষর রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্য, ইউপি সচিব, ভিসিএ ও গ্রাম পুলিশ সকলেই প্রকল্প থেকে গ্রাম আদালত বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

ফকিরহাট সদর ইউনিয়ন, ফকিরহাট উপজেলা, বাগেরহাট															
(ক) শিরীনা আক্তার (০১৭৪৫৬০৪৫৯৬) (খ) -	মোট মামলা	২৪৯	২৪৮	৯৪৮৩৬৮	৩৮৩০	৩৮৩০	৮৯	১৬০	২৫ জন (ইউপি চেয়ারম্যান, সসদ্য, ইউপি সচিব, ভিসিএ ও গ্রাম পুলিশ)	না	না	না	এজলাস সেট ১টি, ২টি বেঞ্চ, ১টি টেবিল, ১টি চেয়ার, ১টি আলমিরা, ১টি সেলফ, ১টি ফ্যান, প্রকল্প হতে ফরমস, রেজিষ্টার, ফেস্টুন ইত্যাদি প্রদান করা হয় ১টি সাইনবোর্ড	০০	মঙ্গল বার
	দেওয়ানি মামলা	১৪৪	১৪৪												
	ফৌজদারী মামলা	১০৫	১০৪												
	উচ্চ আদালত থেকে প্রাপ্ত মামলা	৯	৯												

জুলাই ২০১৭-জানুয়ারি ২০২১ সাল পর্যন্ত মামলার নথি ও রেজিস্টার আপডেট পাওয়া গিয়েছে। মামলার ফিস বাবদ ৩৮৩০ টাকা যথাযথভাবে ইউনিয়ন পরিষদের অনুকূলে সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে যার অনুকূলে ফিস রেজিস্টারে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সচিবের প্রাপ্তি স্বীকার স্বাক্ষর রয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত ০৫/২১ নং মামলার নথির সাথে ফিস ও জরিমানার রেজিস্টার, মামলা রেজিস্টার, পত্র প্রদান রেজিস্টার, ডিক্রী ও আদেশের রেজিস্টার এবং অর্থ ও ক্ষতিপূরণ লেনদেন রেজিস্টার মিলিয়ে দেখা হয় যা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ২০২২ সালে নিয়মিত গ্রাম আদালত পরিচালিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব শিরীন আক্তার আখতার বলেন, ''গ্রাম আদালত সহকারী না থাকায় গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে।'' উল্লেখ্য, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্য, ইউপি সচিব, ভিসিএ ও গ্রাম পুলিশ সকলেই প্রকল্প থেকে গ্রাম আদালত বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

হেডম্যান নেটওয়ার্ক কার্যালয়, রাজদীপ, রাঙ্গামাটি সদর:
পরিদর্শনকালে রাঙ্গামাটি জেলায় প্রথাগত বিচার ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রেজিস্টার ও নথি-পত্র পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট হেডম্যান, কারবারী, সার্কেল চীফ কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়, মনিটরিং, রিপোর্টিং ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। পার্বত্য অঞ্চলে প্রথাগত বিচার ব্যবস্থা শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণকল্পে প্রকল্প কার্যক্রম সরজমিনে পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে স্থানীয় হেডম্যান ও কারবারীদের সাথে প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা হয়। নেটওয়ার্ক কার্যালয়ে প্রকল্প থেকে প্রদেয় আসবাবপত্র যেমন, ৩টি চেয়ার, ১টি টেবিল, ১টি ফাইল কেবিনেট, ১টি বেঞ্চ, ১টি কম্পিউটার পরিলক্ষিত হয়।

চাকমা সার্কেল চীফ কার্যালয়, রাঙ্গামাটিঃ
পরিদর্শনকালে চাকমা সার্কেল চীফ কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা হয়। এখানে প্রকল্প থেকে প্রদেয় আসবাবপত্র যেমন, ৩টি চেয়ার, ১টি টেবিল, ১টি ফাইল কেবিনেট, ১টি বেঞ্চ, ১টি কম্পিউটার, ফরমস সরজমিনে পরিদর্শণ করা হয়। সার্কেল চীফ কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দও হেডম্যান কারবারীদের সাথে প্রকল্প আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে। চাকমা সার্কেলের স্রেক্রেটারী জনাব সুব্রত চাকমা বলেন, প্রশিক্ষণ উত্তর যাতে করে মামলা সঠিকভাবে ডকোমেন্টেশন করতে পারে তা তদারকি করা খুবই জরুরী।

হেডম্যান, ১২৯ নং কাইন্দা মৌজার হেডম্যান-এর বাড়িঃ
পরিদর্শনকালে ১২৯ নং কাইন্ডা মৌজার হেডম্যান জনাব নবদিপ চাকমা বলেন, প্রকল্প থেকে মামলা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যেখানে প্রকল্প প্রদত্ত ১৪ টি নতুন ফরমস ফরমেটের উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তবে হেডম্যান এখন পর্যন্ত কোন কোন মামলায় নতুন ফরম ব্যবহার করেননি। কারন হিসাবে তিনি বলেন, গ্রাম পর্যায়ে সকল মামলা কারবারীর মাধ্যমে নিস্পত্তি হয়ে যায় বিধায় প্রশিক্ষণ উত্তর এখনো হেডম্যান পর্যায়ে তার কাছে কোন মামলা আসেনি। পরিদর্শনকালে প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত ১টি টেবিল, ১টি চেয়ার, ১টি ফপাইল কেবিনেট, ১টি আলমিরা ও ১৪টি ফরমস পাওয়া যায়।

একনজরে পরিদর্শিত ১৫টি ইউনিয়নে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের গৃহীত কার্যক্রমঃ

বিবরণ	বারৈয়া ঢালা	মুরাদপুর	বাঁশবা ড়িয়া	সদ্যপুস্ক রিনী	গোপাল পুর	হরিদেব পুর	হারিয়ার কুটি	তেতুলি য়া	বাংলা বন্দ	ময়দান দিঘি	দামো দর	জামি রা	আড়ং ঘাটা	মুলঘর	ফকির হাট	সর্বমোট
দেওয়ানি মামলা	৮৪	২৭	১০	১৪	৪৯	২৫	৭০	১০	১৮	৭৩	১১৮	১৩৬	১০৪	১৩৭	১৪৪	**১০১৯**
ফৌজদারি মামলা	৬৬	১৫৬	৩০৬	২৫৯	২৭৮	২২১	৩১৮	১৭৯	২১১	৩০২	৯৯	১৮১	৩৫	৫৫	১০৫	**২৭৭১**
উচ্চ আদালত থেকে প্রেতির মামলা	১	২২	১৫	২	৬	১৪	৭	২৪	২	৮	১৬	১৭	০	৩	৯	**১৪৬**
মোট মামলা	১৫০	১৮৩	৩১৬	২৭৩	৩২৭	২৪৬	৩৮৮	১৮৯	২২৯	৩৭৫	২১৭	৩১৭	১৩৯	১৯২	২৪৯	**৩৭৯০**
মামলা নিস্পত্তি	১৪৮	১৭৩	৩১২	২৩৭	৩২৬	২৪৬	৩৮৮	১৮৫	২২৯	৩৭৫	২১৭	৩১৩	১৩৯	১৯২	২৪৮	**৩৭২৮**
ক্ষতিপুরণ আদায়	৮১৩৭৯০	৩১৭৪০০	৫৭৩০০০	৯৪৭০০	১০৪২১০০	৬৫০৪৫০	১৯০৮৪৪০	২৫৫৬৩১	৪৮২৩০০	১৪৫৫০৭০	৮৫৬৫০৯	২০৬৩৭৩৬	২৯৭৯৯৫০	১৩২৫১০০	৯৪৮৩৬৮	**১৫৭৬৬৫৪৪**
মামলার ফিস আদায়	২৩৩০	১৮৬০	২২৯০	২৮৭০	৩৭০০	২৫৭০	৪৫১০	১৭৫০	২৪৭০	৩৯২০	৩২১০	৪৫৮৫	২৮৩০	৩২৪০	৩৮৩০	**৪৫৯৬৫**
সরকারি কোষাগারে ফিস জমা	২৩৩০	১৮৬০	২১২০	২৮৭০	৩৭০০	২৫৭০	৪৩৩০	১৭৫০	২৪৭০	৩৯২০	৩২১০	৪৫৮৫	২৮৩০	৩২৪০	৩৮৩০	**৪৫৬১৫**
উপকারভোগী নারী	৬৯	৯০	১০৭	১৬০	১৪১	১২১	১৪৯	৭৮	১০৮	৮৫	৭৮	৯৮	৬১	১১৮	৮৯	**১৫৫২**
উপকারভোগী পুরুষ	৮১	৯৩	২০৯	১১৩	১৮৬	১২৫	২৩৯	১১১	১২১	২৯০	১৩৯	২১৯	৭৮	৭৪	১৬০	**২২৩৮**
প্রশিক্ষণ গ্রহণ	২৫	২৫	২৫	২৬	২৫	২৬	২৬	২৫	২৪	২৬	২৫	২৬	২৬	২৫	২৫	**৩৮০**
ভিসিএম আইএস আছে	না	না	না	১	না	না	১	না	না	না	১	১	১	না	না	**৫**
এএসিও আছে	না	না	না	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	না	না	**১০**
ভিসিএ আছে	১	১	১	না	১	না	১	১	১	না	১	না	না	না	না	**৮**
আববাব পত্র পেয়েছেন কিনা	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	**০**

বিবরণ	বারৈয়া ঢালা	মুরাদপুর	বাঁশবাড়িয়া	সদ্যপুস্করিনী	গোপালপুর	হরিদেবপুর	হারিয়ার কুটি	তেতুলিয়া	বাংলাবন্দ	ময়দান দিঘি	দামোদর	জামিরা	আড়ংঘাটা	মূলঘর	ফকিরহাট	সর্বমোট
মটরসাইকেল পেয়েছেন কিনা	না	না	না	১	১	না	১	১	১	না	১	১	১	না	না	৮
সাপ্তাহিক আদালত	রবিবার	রবিবার	বৃহস্পতি	সোম, বৃহঃ	সোম, বৃহঃ	সোম, বৃহঃ	সোম, বৃহঃ	মঙ্গল, বৃঃ	রবিবার	বৃহস্পতি	মঙ্গলবার	মঙ্গলবার	সোমবার	রবিবার	মঙ্গলবার	[illegible]
ল্যাপটপ পেয়েছেন কিনা	না	না	না	১	না	না	১	না	না	না	১	না	না	না	না	৩
প্রিন্টার পেয়েছেন কিনা	না	না	না	না	না	না	১	না	না	না	না	না	না	না	না	১

২০। পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণঃ

২য় পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির কার্যক্রম ৮টি বিভাগের ৩০টি জেলার ১৫৪টি উপজেলায় ১,২০১টি ইউনিয়ন বাস্তবায়িত হয়েছে। তন্মধ্যে পার্বত্য রাঙামাটি, চট্টগ্রাম, রংপুর, পঞ্চগড়, খুলনা, বাগেরহাট অংশের ১৫টি ইউনিয়ন পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত ১৫টি ইউনিয়নের প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্প শুরু থেকে অক্টোবর ২২ পর্যন্ত গ্রাম আদালতে মোট মামলা গৃহীত হয়েছে ৩৭৯০টি তন্মধ্যে দেওয়ানি মামলা ১০১৯টি, ফৌজদারি মামলা ১৭৭১টি, উচ্চ আদালত থেকে প্রেরিত মামলা ১৪৬টি। নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৩৭২৮ টি। মামলাসমূহ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় হয়েছে ১৫৭৬৬৫৪৪/- টাকা যা আবেদনকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ৩৭৯০ টি মামলা থেকে ফিস আদায় হয়েছে ৪৫৯৬৫/- টাকা এবং এই টাকার মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে ৪৫৬১৫/- টাকা। মামলা থেকে উপকারভোগীদর মধ্যে নারী উপকারভোগীর সংখ্যা ১৫৫২ জন এবং পুরুষ উপকারভোগীর সংখ্যা ২২৩৮ জন যা মোট মামলার যথাক্রমে ৪১% এবং ৫৯%। ১৫টি ইউনিয়নে মোট ৩৮০ জনকে গ্রাম আদালত সম্পর্কিত বিবিধ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে ৫টি ইউনিয়নে ভিসিএমআইএস সিস্টেম চালু অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। ১০টি ইউনিয়নসমূহে ১ জন করে এএসিও (হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর) দায়িত্ব পালন করছেন। ৮টি ইউনিয়নে ভিসিএ (গ্রাম আদালত সহকারী) দায়িত্ব পালন করছেন। প্রকল্প সমাপ্তির সাথে সাথে ভিসিএদের চাকুরী চলে গিয়েছে তথাপি কিছু কিছু ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহ করে তাদেরকে দিয়ে গ্রাম আদালতের কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। সকল ইউনিয়ন পরিষদে প্রয়োজনীয় অফিসিয়াল ফার্নিচার সরবরাহ করা হয়েছে। ৮টি ইউনিয়নে মোটরসাইকেল সরবরাহ করা হয়েছে। ভিসিএমআইএস আছে এমন ৩টি ইউনিয়নে ল্যাপটপ দেয়া হয়েছে এবং ১টি ইউনিয়নে প্রিন্টার দেয়া হয়েছে।

প্রকল্প শেষ হওয়ার সাথে সাথে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম বন্ধ হওয়া:

পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রকল্পের প্রকৃত বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০১৬ - জুন ২০২২ হলেও মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম জুলাই ২০১৭-জানুয়ারি ২০২১ সাল পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছে এর কারণ প্রকল্প থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত গ্রাম আদালত সহকারীদের (ভিসিএ) চাকুরীর মেয়াদ জানুয়ারি ২০২১ শেষ হয়ে যায়। এ সময় পর্যন্ত মামলার নথি ও রেজিস্টার আপডেট পাওয়া যায় কিন্ত পরবর্তী সময়ে এর গতি কিছুটা স্হিমিত হয়ে এসেছে। প্রকল্প সমাপ্তির সাথে সাথে কোন কোন ইউনিয়ন পরিষদে একেবারেই কার্যক্রম নেই যার মধ্যে রয়েছে-বাগেরহাট জেলার মূলঘর এবং ফকিরহাট সদর ইউনিয়ন। পরিদর্শনকালে তেতুলিয়া উপজেলা বাংলাবান্দা ইউনিয়ন পরিষদের এজলাসটি পরিত্যাক্ত অবস্হায় পাওয়া গিয়েছে।

পার্বত্য অঞ্চলসমূহে এবং সমতল ভুমিতে প্রকল্পের কার্যক্রমঃ

পরিদর্শনকালে পার্বত্য অঞ্চলসমূহে প্রথাগত বিচার ব্যবস্থাকে অধিকতর শক্তিশালী করার যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। পার্বত্য এলাকাসমূহে প্রকল্পটির মাধ্যমে কার্বারী, হেডম্যান এবং সার্কেল চীফগণ প্রশিক্ষণ, আসবাবপত্র, কম্পিউটার, ফার্নিচার, বিভিন্ন ধরনের ফর্ম এবং মামলা রেজিস্টার পেয়েছেন কিন্তু বাস্তবে সেগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করে গ্রাম আদালত পরিচালিত করেনি। সমতল এলাকাগুলিতে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্পের সকল অংশীজনদের প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সাপোর্ট পেয়েছেন বিধায় প্রকল্প চলাকালীন সময়ে গ্রাম আদালত কম-বেশী সকল ইউনিয়ন পরিষদে পরিচালিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

গ্রাম আদালতে আর্থিক এখিতিয়ার, জনবল সল্পতা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কম থাকাঃ

গ্রাম আদালত পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রতিনিধিগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গ্রাম আদালতের এখতিয়ার ৭৫০০০/- হাজার টাকা এবং এ কাজের জন্য সুনির্দিষ্ট জনবল না থাকাকে গ্রাম আদালত পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা মনে করছেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, গ্রাম পুলিশ বিবিধ কারণে পরিবর্তন হয়ে থাকেন। এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। নতুনদের মধ্যে অনেকেই গ্রাম আদালত সম্পর্কিত যথাযথ প্রশিক্ষণ পাচ্ছে না ফলে আদালত পরিচালনার প্রতি এক ধরনের অনীহা তৈরি হচ্ছে। অপরদিকে ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ এর ২য় তফসিলে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী অংশে গ্রাম আদালত পরিচালনার বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের মধ্যে গ্রাম আদালত পরিচালনা করার বাধ্যবাধকতা থাকছেনা বা গ্রাম আদালত পরিচালনার বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালন করা হচ্ছে না।

প্রকল্পের প্রকৃত সুফল পেতে প্রকল্প চলাকালীন এবং প্রকল্প শেষ হওয়ার পরেও নতুনদের প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে চালু রাখতে হবে, ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ সংশোধন করে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী মধ্যে গ্রাম আদালত পরিচালনার বিষয়টি তফসিলভুক্ত করতে হবে এবং সকল ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত পরিচালনার জন্য সাহায্যকারী হিসেবে হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (এএসিও) নিয়োগ/পদায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তবেই অনুমোদন প্রক্রিয়ায় থাকা বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পটি সফলতা পাবে এবং এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য **"বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে অবদান রাখা"** অর্জিত হবে।

২১। উপকারভোগীদের মতামতঃ

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার পরিদর্শিত বারৈয়াঢালা ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত থেকে বিচারিক সেবা গ্রহণকারী (মামলা নং-২৩/২০২০, ০৫/২০২০, ২৭/২০২০) উপকারভোগীদের সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, তারা গ্রাম আদালত সম্পর্কে সচেতন। গ্রাম আদালত বিষয়ে পূর্বে অবগত হয়েই এখানে বিচার চাইতে আসেন এবং অল্প সময়ে বিচার পেয়েছেন। ২৩/২০ নং মামলায় ক্ষতিপূরণ বাবদ ৭০০০ টাকা প্রতিবাদী কর্তৃক আদায় করা হয়। অত্র মামলার আবেদনকারী নূর মোহাম্মদ ও প্রতিবাদী নূর মহল বলেন, "আমাদের মধ্যে এখন কোন বিরোধ নেই, আমরা এখন এক সাথেই থাকি। গ্রাম আদালত কার্যকরী হওয়ার ফলে এলাকার জনসাধারণ স্থানীয় পর্যায়ে বিনা হয়রানীতে কম খরচে, কম সময়ে বিচার পাচ্ছেন।"

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার মুরাদপুর ইউনিয়নের গ্রাম আদালতের উপকারভোগী (মামলা নং-০৫/২০) আবেদনকারী এনামুল হক বলেন, "আমাদের মধ্যে এখন সম্পর্ক অনেক ভালো, আমাদের মধ্যে এখন কোন বিরোধ নেই।" মামলার প্রতিবাদী মিসেস রিজিয়া বেগম বলেন, "আমি গ্রাম আদালতের মাধ্যমে ৩০,০০০ টাকা ফেরত দিয়েছি এতে আমার কোন ক্ষোভ নেই, আমাদের মধ্যে আর কোন ঝগড়াঝাঁটি নেই, আমরা ভালো আছি।"

পঞ্চগড় জেলার তেতুলিয়া উপজেলার তেতুলিয়া সদর ইউনিয়নের ২০/২০ নং মামলার আবেদনকারী মোঃ আহসান হাবিব। তিনি বলেন, "আমি একজন সাংবাদিক। আমার ছাগল মেরে ফেলায় প্রতিবাদী মোঃ আঃ আজিজ এর বিরুদ্ধে গ্রাম আদালতে মামলা করি। অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রাম আদালতে মামলার রায় পাই এবং আমি তাৎক্ষনিকভাবে ৪০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ পাই। গ্রাম আদালতের বিচারিক কার্যক্রমে আমি অনেক খুশী।"

খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার দামোদর ইউনিয়নের ০১/২১ নং মামলার আবেদনকারী মোঃ হামিদ গাজী বলেন, আমি গ্রাম আদালতে মামলা করে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ২০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছি। আমার কোন টাকা খরচ হয়নি, কোন হয়রানীও হয়নি, মাত্র ২০ টাকা মামলার ফিস দিয়েছি। আমি অনেক খুশী। আমাদের আর কোর্টে যেতে হয় না।"

২২। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের মতাতম:

চট্টগ্রাম জেলার মুরাদপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বলেন, "লোকবল না থাকলে সঠিকভাবে গ্রাম আদালত পরিচালনা সম্ভব না। গ্রাম আদালতের আর্থিক এখতিয়ার বাড়ানো দরকার কারণ বেশীরভাগ দেওয়ানী মামলাই গ্রাম আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত। অপরদিকে নতুন নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের গ্রাম আদালত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা অত্যন্ত জরুরী।"

চট্টগ্রাম জেলার বাঁশবড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বলেন, প্রকল্প না থাকলেও আমরা গ্রাম আদালত কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সর্বদা চেষ্টা করেছি। তবে প্রকল্প থেকে তদারকি থাকলে আরো ভালোভাবে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব। বিরোধীয় বিষয় গ্রাম আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত থাকায় আমরা অনেক মামলা সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে থাকি।"

পঞ্চগড় জেলার তেতুলিয়া সদর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বলেন, "গ্রাম আদালতের এখতিয়ার বাড়ানো উচিত। বেশীরভাগ মামলাই এখতিয়ার বহির্ভূত। তাই আমরা ঐসব মামলাগুলো সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে থাকি।"

খুলনা জেলার দামোদর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বলেন, "গ্রাম আদালত পরিচালনায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বেশীরভাগ মামলাই এখয়িার বহির্ভূত। যদি গ্রাম আদালতের এখতিয়ার বৃদ্ধি করা হয় তাহলে মামলার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে এবং এর মাধ্যমে স্থানীয় জনগণও উপকৃত হবে। অপরদিকে গ্রাম আদালতের বিচারযোগ্য অনেক মামলা থানায় রুজু হয়। এই মামলাগুলো থানা থেকে ইউনিয়ন পরিষদে প্রেরণ করা দরকার যাতে করে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায়। গ্রাম আদালত বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের নতুন নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন।"

খুলনা জেলার জামিরা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বলেন, " গ্রাম আদালতের এখতিয়ার ৫.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে সারা দেশে এর কার্যক্রম সক্রিয় করা দরকার। তাতে করে মামলা হামলা কমে যাবে। গ্রাম আদালতের ফলে গ্রামের মানুষ স্থানীয়ভাবে বিচারিক সুবিধা পাচ্ছে, পারস্পারিক মিল-মোহাব্বত বাড়ছে।"

বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট সদর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বলেন, "গ্রাম আদালত সরকারের একটি ভালো উদ্যোগ। এর ফলে গ্রামের মানুষ খুব সহজে বিচারিক সুবিধা পাচ্ছে। তবে প্রকল্প শেষে আদালত সহকারী না থাকায় সঠিকভাবে গ্রাম আদালত কার্যক্রম পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, এজলাস কক্ষটি ইউয়িন পরিষদের গুদাম ঘর, সভা কক্ষ বা অন্যান্য সকল কাজে ব্যবহৃত হয় বলে এজলাস ব্যবহারে অনেক সময় সমস্যায় পড়তে হয়। এজলাস কক্ষের জন্য আলাদা একটি ভবন থাকা প্রয়োজন। একইসাথে পরিষদের সকল সদস্যদের গ্রাম আদালত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা জরুরী।"

২৩। প্রকল্পের ব্যবহৃত গাড়ি সম্পর্কিত তথ্য:

যানবাহনের ধরণ	ডিপিপি /টিএপিপি অনুযায়ী সংখ্যা	ক্রয়ের তারিখ	সরকারী পরিবহন পুলে গাড়ী জমা প্রদানের তারিখ	ও এন্ড এম ভুক্তির তারিখ	অকেজো ঘোষনার তারিখ	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.
জীপ গাড়ী	১টি	১৬ মার্চ ২০১৭	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	উল্লিখিত ২টি গাড়ী (প্রকল্পের ১ম পর্যায় হতে প্রাপ্ত ১টি জীপ সহ মোট ৩টি গাড়ী) সরকারী নির্দেশনা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অনুযায়ী প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য বিধি মোতাবেক বর্তমানে ইউএনডিপির অস্থায়ী তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে, যা প্রকল্পের ৩য় পর্যায় অনুমোদিত হলে পুনরায় প্রকল্পে ফেরত পাওয়া যাবে। অস্থায়ী তত্ত্বাবধানে রাখা সংক্রান্ত প্রমানকের অনুলিপি সংযুক্ত - **সংযুক্তি-১**। প্রস্তাবিত টিএপিপি-তে এই সকল গাড়ী ও অন্যান্য ব্যবহারযোগ্য আইসিটি সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রসমূহ প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ে যথাসম্ভব ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে টিএপিপি পৃষ্ঠা নম্বর- ৪১-৪২, ১২৩-১২৪ তে সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে। (**Annex-04**_Provision of vehicle use in AVCB Phase III)
মাইক্রোবাস	১টি	১৬ মার্চ ২০১৭	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	
মটর সাইকেল	১৫টি	০২ নভেম্বর ২০১৬	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	১৫টি মটরসাইকেল নির্বাচিত ১৫টি ইউনিয়ন পরিষদে ২০২১ সালে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদন সংক্রান্ত প্রমানকের অনুলিপি সংযুক্ত - **সংযুক্তি-২**।

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প- এর দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য ইউএনডিপির অর্থায়নে ইউএনডিপি কর্তৃক ১টি টয়োটা প্রাডো জীপ এবং ১টি টয়োটা হাইস মডেলের গাড়ী আমদানী করা হয়। উল্লেখ্য যে, ইউএনডিপি এর অর্থায়নে আমদানীকৃত গাড়ী দু'টি "বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প" (ইংরেজিতে "Activating Village Courts in Bangladesh Phase-II Project") নামে গত ২৩ আগস্ট ২০১৭ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন করা হয় যার নম্বর যথাক্রমে ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-৭০৮৭ এবং ঢাকা মেট্রো-চ-৫৬-২৪২৫। এছাড়াও বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্প- এর ১ম পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য ইউএনডিপির অর্থায়নে ইউএনডিপি কর্তৃক টয়োটা প্রাডো জীপ মডেলের ১টি গাড়ী গত ১লা জুন ২০১০ (খ্রি:) সালে আমদানী করা হয় যার রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঢাকা মেট্রো ঘ-১৩-৩৫৭০। ১ম পর্যায়ে ব্যবহৃত উক্ত গাড়ীটি পরবর্তিতে প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত ৩টি গাড়ী সরকারী নির্দেশনা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অনুযায়ী প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য বিধি মোতাবেক বর্তমানে ইউএনডিপির অস্থায়ী তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে, যা প্রকল্পের ৩য় পর্যায় অনুমোদিত হলে পুনরায় প্রকল্পে ফেরত পাওয়া যাবে। প্রস্তাবিত টিএপিপি-তে এই সকল গাড়ী ও অন্যান্য ব্যবহারযোগ্য আইসিটি সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রসমূহ প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ে যথাসম্ভব ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে টিএপিপি পৃষ্ঠা নম্বর- ৪১-৪২, ১২৩-১২৪ তে সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে। (Annex-04_Provision of vehicle use in AVCB Phase III)

২৪। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	দায়িত্ব হস্তান্তর/ প্রকল্পের সমাপ্তিকরণের তারিখ
জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ		খন্ডকালীন	১০.০৫.১৫	১৯.১১.১৬
জনাব একরামুল হক, অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ		খন্ডকালীন	২০.১১.১৬	০৩.১০.১৮
জনাব ড. কাজী আনোয়ারুল হক, অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ		খন্ডকালীন	১৩.০২.১৯	২৯.০৫.১৯
জনাব বেগম রোকসানা কাদের, অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ		খন্ডকালীন	৩০.০৫.১৯	০৩.০৩.২০
জনাব মরণ কুমার চক্রবর্তী, অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ		খন্ডকালীন	০৪.০৩.২০	১৬.০৬.২২
ড. মলয় চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ		খন্ডকালীন	২৩.০৬.২২	অদ্যাবধি

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ৬ জন জাতীয় প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। প্রকল্পটি বড় হলেও সকল জাতীয় প্রকল্প পরিচালক খন্ডকালীন ছিলেন।

২৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

লগফ্রেম অনুযায়ী উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
সামগ্রিক উদ্দেশ্য: বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে অবদান রাখা।	মোট ১,০৭৯টি ইউনিয়ন (১০৮০-১) = ১০৭৯* ইউনিয়ন পরিষদে এজলাস (আদালত বেঞ্চ), আসবাবপত্র, ভিসি ফর্ম এবং রেজিস্টার বিতরণ করা হয়েছে এবং গ্রাম আদালত আইন ও বিধি অনুসরণ করে গ্রাম আদালত (ভিসি) পরিচালনায় ইউপিকে সহায়তা করার জন্য ১,০৭৯ জন প্রশিক্ষিত গ্রাম আদালত সহকারী (ভিসিএ) রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ১০০% ইউনিয়ন পরিষদে (ইউপি) সাপ্তাহিক একটি নির্দিষ্ট দিনে গ্রাম আদালতের শুনানী পরিচালিত হয়েছে (চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন)। ৯৮% ইউপিতে আইন মেনে গ্রাম আদালত পরিচালিত হয়েছে (চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন)। প্রকল্প এলাকায় ৪৩% ইউপিতে হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর (AACO) নিয়োগ করা হয়েছে (চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন)। ৩৮% ইউপি যাদের সম্পূর্ণ স্ব-নির্ভর গ্রাম আদালত রয়েছে (চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন)। গ্রাম আদালতে দায়েরকৃত মামলায় নারী আবেদনকারী রয়েছে ৩০% (চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন)। গ্রাম আদালত ব্যবহারকারীদের ৯১% গ্রাম আদালতের পরিষেবায় সন্তুষ্ট (চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন)। গ্রাম আদালতের বিচারপ্রার্থীদের মধ্যে ৫০% দরিদ্র বা অতি দরিদ্র (বিশ্বব্যাংকের সংজ্ঞা অনুসারে) (চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন)।	*ভোলা জেলার একটি ইউনিয়ন পরিষদের ভৌগোলিক সীমানা নিয়ে বিরোধ মাননীয় হাইকোর্টে মিমাংসা না হওয়ায় প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম আদালত কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। এএসিও নিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। কারণ, এএসিও- এর নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে আদালতে একাধিক রিট পিটিশন দাখিল করা হয়েছিল। সম্প্রতি, এএসিও নিয়োগ বিষয়ে আপিল বিভাগের সামনে বিচারাধীন মামলা LGD-এর পক্ষে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এখন

লগফ্রেম অনুযায়ী উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
		এএসিও নিয়োগে কোন আইনি বাধা নেই।
সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-১: দেশের সমভূমি এলাকায় সুসংগঠিত গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্থানীয় বিরোধ নিরসন পদ্ধতিকে উন্নত ও শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় বিচারিক সেবার চাহিদা পূরণ এবং যথাযথ আইনী সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অধিকতর সংবেদনশীল করা।	গ্রাম আদালতে প্রায় ২,৩৬,৮৬৮টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ১,৯৯,২৯১টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে (পিএমআইএস)। প্রকল্প এলাকায় প্রতি ইউপিতে প্রতি বছরে গড়ে ৬০টি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে (চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন)। গ্রাম আদালতে ৮৮% নিবন্ধিত মামলা ৬ সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি হয় (চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন)। জেলা আদালত হতে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মোট ১১,৬৬৯টি মামলা গ্রাম আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে (পিএমআইএস)। প্রকল্প এলাকায় ৭৫% মানুষ বলেছে যে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণের ফলে ছোট-খাটো অপরাধ হ্রাস পেয়েছে এবং সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছে (চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন)। গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে গড়ে ২৫ দিন সময় লাগে (চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন)। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় দায়েরকৃত মামলার মধ্যে ৯৭% মামলা প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে।	দেশের সমভূমি এলাকায় গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্থানীয় বিরোধ নিরসন পদ্ধতিকে উন্নত ও শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে আইনী সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অধিকতর সংবেদনশীল করা হয়েছে।
সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-২: স্থানীয় জনগণের বিশেষ করে নারী, দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করা যাতে তারা তাদের প্রতি সংঘঠিত অন্যায়সমূহের প্রতিকার চাইতে পারে এবং স্থানীয় পর্যায়ে দ্রুততম সময়ে, স্বল্প খরচে ও স্বচ্ছতার সাথে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে।	৩৭% মানুষ বলেছে যে তারা ছোট-খাটো বিবাদ মিমাংসার জন্য প্রথমে গ্রাম আদালতে যাবেন (চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন)। গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্যানেল সদস্যদের মধ্যে ১৫% নারী রয়েছে (চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন)। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় গ্রাম আদালত ও প্রথাগত বিচার ব্যবস্থায় দায়েরকৃত মামলায় নারী আবেদনকারী রয়েছে ২৮%।	স্থানীয় জনগণের বিশেষ করে নারী, দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করা হয়েছে। এতে তারা তাদের প্রতি সংঘঠিত অন্যায়সমূহের প্রতিকার চাইতে পেরেছে এবং স্থানীয় পর্যায়ে দ্রুততম সময়ে, স্বল্প খরচে ও স্বচ্ছতার সাথে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পেরেছে।
আউটপুট/ফলাফল-১.১: প্রকল্পের মেয়াদান্তে নতুন নির্বাচিত ইউনিয়নসমূহে গ্রাম আদালতকে সক্রিয়করণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা এবং দক্ষতার উন্নতি সাধিত হয়েছে।	মোট ৩টি জাতীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট যারা তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম/সিলেবাসে গ্রাম আদালত সম্পর্কিত তথ্য হালনাগাদ করেছে। ১,০৭৯টি ইউনিয়ন পরিষদকে গ্রাম আদালত পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে এজলাস (আদালত বেঞ্চ) গ্রাম আদালতের রেজিস্টার (৫টি), ফরম (২২ সেট) ও ফার্নিচার এবং প্রশিক্ষিত ১,০৭৯ জন গ্রাম আদালত সহকারী রয়েছে। মোট ৩টি জাতীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট যারা তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম/সিলেবাসে গ্রাম আদালত সম্পর্কিত তথ্য হালনাগাদ করেছে। প্রকল্প এলাকায় ২৭টি জেলায় ২৭টি জেলা প্রশিক্ষণ দল তৈরি করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের ২৭,৩৬৭ জন স্টাফ ও প্রতিনিধিকে গ্রাম আদালতের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।	হাইকোর্টে রিট পিটিশন মুলতুবি থাকার কারণে প্রতিটি ইউপিতে AACO নিয়োগ করা যায়নি। এছাড়া, নির্বাচিত ইউনিয়নসমূহে গ্রাম আদালতকে সক্রিয়করণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় ও স্থানীয়

লগফ্রেম অনুযায়ী উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
	প্রকল্প এলাকায় ৫৬% ইউপি প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তা যারা ৫টি মূল জ্ঞান প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে (চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন)। প্রকল্প এলাকায় ৯৮% ইউনিয়ন পরিষদ সঠিকভাবে সমস্ত ভিসি ফর্ম এবং রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করেছে (চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন)। ৩৯২ জন এএসিও-কে গ্রাম আদালত সহকারীর দায়-দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ১০০% নিষ্পত্তিকৃত মামলা বাস্তবায়িত হয়েছে (চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন)। গ্রাম আদালতে দায়েরকৃত মামলার ৯৮% মামলা গ্রাম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত এবং গ্রাম আদালতের সঠিক প্রক্রিয়াদি অনুসরণ করা হয়েছে (চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন)। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ৪,২৭৩ জন প্রথাগত নেতা, স্থানীয় সিএসও, স্থানীয় প্রশাসন, বিচার বিভাগ, আইন পেশাজীবী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টজন স্থানীয় বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা এবং নিয়ম সম্পর্কে সচেতন। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রশিক্ষণ উপকরণসহ অন্যান্য উপকরণাদি সরবরাহ করা হয়েছে।	পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা এবং দক্ষতার উন্নতি সাধিত হয়েছে।
আউটপুট/ফলাফল-১.২: গ্রাম আদালতের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে আইন ও নীতি কাঠামো সংশোধন করা হয়েছে।	মন্ত্রিসভা গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬-এর সংশোধনী প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছে। NLASO এবং MoLJ&PA কর্তৃক গ্রাম আদালতের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ সরকারি পরিপত্র জারি করা হয়েছে এবং তারা জেলা প্রশিক্ষণ দলের সদস্য হয়েছে। চাকমা, ত্রিপুরা এবং মারমা সম্প্রদায়ের প্রচলিত আইন ও প্রথা পর্যালোচনা এবং নথিভুক্ত করা হয়েছে।	২৭.০৬.২০২১ তারিখে জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে চিঠির মাধ্যমে একটি প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। চিঠিতে বলা হয় যে, কিছু আইনি বাধার কারণে আইজিপির কাছ থেকে নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব নয়।
আউটপুট/ফলাফল-১.৩: গ্রাম আদালত এবং অন্যান্য স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার কর্ম-দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পরিবীক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নিয়মানুগ করা হয়েছে।	২৭টি জেলা বিকেন্দ্রীকৃত পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন (DMIE) পদ্ধতি অনুসারে LGD-এর কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ৮৩% ইউপি DMIE পদ্ধতি অনুসারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জমা দিয়েছে (চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন)। প্রকল্প এলাকায় ৭৫% জেলা ও উপজেলা গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটি (ভিসিএমসি) ২০১২ সালে জারিকৃত পরিপত্র অনুসারে ত্রৈমাসিক সভা করছে। ৫৭টি ইউনিয়ন পরিষদ পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরির লক্ষ্যে গ্রাম আদালত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি VCMIS ব্যবহার করছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তির উপর একটি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে।	গ্রাম আদালত এবং অন্যান্য স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার কর্ম-দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পরিবীক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
আউটপুট/ফলাফল-২.১: প্রকল্প এলাকার সুবিধাভোগীরা গ্রাম আদালত এবং অন্যান্য স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা এবং কার্যক্রমসমূহ বুঝতে পেরেছে এবং প্রয়োজনানুসারে তাদের পরিষেবাগুলি নিতে সক্ষম হয়েছে।	উঠান বৈঠক, কমিউনিটি মিটিং, মাল্টি-মিডিয়া ড্রামা শো এবং র‍্যালীর মাধ্যমে মোট ১,০০,১৬,০০০ জন স্থানীয় লোক গ্রাম আদালত সম্পর্কিত সচেতনতামূলক বার্তা পেয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ৯০% স্থানীয় লোক বলেছেন যে, তারা গ্রাম আদালত এবং এর কার্যাবলী সম্পর্কে সচেতন (চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন) ।	প্রকল্প এলাকার সুবিধাভোগীরা গ্রাম আদালত এবং অন্যান্য স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা এবং

লগফ্রেম অনুযায়ী উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
	প্রকল্প এলাকার ৫৬% স্থানীয় লোক সঠিকভাবে বলতে পেরেছে যে, গ্রাম আদালত ছোট-খাটো বিরোধ মিমাংসা করে (চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন)। পুরুষ ও নারীদের মধ্যে গ্রাম আদালত সম্পর্কে জ্ঞানের ব্যবধান ১২% (২০১৭) থেকে কমে ১% (২০২১)-এ নেমে এসেছে (চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন)।	কার্যক্রমসমূহ বুঝতে পেরেছে এবং প্রয়োজনানুসারে তাদের পরিষেবাগুলি নিতে সক্ষম হয়েছে।
আউটপুট/ফলাফল-২.২: গ্রাম আদালত এবং স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার উপর প্রামাণিক তথ্যাদির ব্যবস্থাপনা এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান বৃদ্ধি পেয়েছে।	গ্রাম আদালত (২য় পর্যায়) এর সমভূমি এলাকার বেজলাইন, মধ্যমেয়াদী মূল্যায়ন (MTR), চূড়ান্ত মূল্যায়ন (End line) এবং গ্রাম আদালত (২য় পর্যায়)- এর পার্বত্য চট্টগ্রাম অংশের বেজলাইন সম্পন্ন হয়েছে এবং সমস্ত রিপোর্ট ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। লেসনস্ লার্নিং এর উপর একটি সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে এবং রিপোর্ট ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। • নারীর ক্ষমতায়নের উপর গ্রাম আদালতের প্রভাব- এর উপর একটি সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে এবং রিপোর্ট ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।	গ্রাম আদালত এবং স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার উপর প্রামাণিক তথ্যাদির ব্যবস্থাপনা এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান বৃদ্ধি পেয়েছে।

*** (প্রকল্প কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী)**

২৬। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ: প্রযোজ্য নয়।

২৭। অডিট:

নিরীক্ষা বছর	ইস্যুকৃত প্যারা সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত প্যারা সংখ্যা	অবশিষ্ট প্যারা সংখ্যা	আপত্তিসমূহ
HACT Audit (2017-2018)	০৪	০৪	০	রেসপনসিবল পার্টি এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী প্রত্যেকটি এনজিও পৃথক ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ব্যয় পরিচালনা করতে হবে। ক্রয় প্রক্রিয়ায় কম্প্লায়েন্স অনুসরণ করতে হবে। এনজিও (এমএলএএ) কর্তৃক নিয়োগকৃত স্ট্যাফদের নিয়োগ পত্রে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির হার উল্লেখ করতে হবে। প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদির ব্যাক আপ সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও লিখিত পলিসি থাকতে হবে। **Annex-05 (Audit Settlement in 2019)**
HACT Audit (Jan -Dec 2019)	০১	০১	০	হাই-লেভেল কমিটি গঠনপূর্বক বছরশেষে প্রকল্পের সম্পত্তিসমূহের ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন করতে হবে। **Annex-05 (Audit Settlement in 2019)**
HACT Audit (Jan -Dec 2020)	০	০	০	
EU Verification (Jan 2016-Dec 2019)	০১	০১	০	অফিস ভাড়া বাবদ পরিশোধিত মার্কিন ডলার ১,১৩৮ প্রকল্প শুরুর পূর্বের ব্যয় বিধায় (১৩-৩১ ডিসেম্বর ২০১৫) ইইউ ভেরিফিকেশন টিম কর্তৃক ব্যয়টি অগ্রহণযোগ্য ব্যয় হিসাবে মতামত প্রদান করেন। পরবর্তীতে উক্ত ব্যয় বাবদ পরিশোধিত অর্থ ইউ ফান্ড হতে ইউএনডিপি'র নিজস্ব ফান্ড এ স্থানান্তর পূর্বক অবজারভেশনটি নিষ্পত্তির প্রস্তাব করা হয়। **(Annex-07_Sattlement Suporting of EU Verification (Jan 2016-Dec 2019)**

২৮। প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা:

প্রকল্পটির ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম ৮টি বিভাগের ৩০টি জেলার ১৫৪টি উপজেলায় ১,২০১টি ইউনিয়নে (সমতল ভুমিতে ১০৮০টিতে গ্রাম আদালত এবং পার্বত্য চট্রগ্রামে ১২১টি ইউনিয়নে প্রথাগত বিচার ব্যবস্থা) বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রকল্পের কার্যক্রম প্রকল্প মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০১৬ - জুন ২০২২ সাল পর্যন্ত চালু থাকলেও প্রকল্প সমাপ্তির সাথে সাথে কিছু কিছু ইউনিয়নে এর কার্যক্রম স্থিমিত হয়ে এসেছে। কোন কোন ইউনিয়নে একেবারেই কার্যক্রম নেই।

- পার্বত্য অঞ্চলসমূহে প্রথাগত বিচার ব্যবস্থাকে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত ১৪টি ফরম ব্যবহার করে তাদের প্রথাগত বিচার কাজ সমাধানের বিষয়টি অনুসরণ করার বিষয়ে বাধ্যবাধকতা না নাকায় এ অঞ্চলে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণের কাজ বাধাগ্রস্থ হয়েছে।

- আদালতের আর্থিক এখতিয়ার কম থাকা (৭৫০০০/- হাজার টাকা) এবং গ্রাম আদালত পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট জনবল না গ্রাম আদালত পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, গ্রাম পুলিশ, প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এদের মধ্যে অনেকেই গ্রাম আদালত সম্পর্কিত যথাযথ প্রশিক্ষণ পাচ্ছে না ফলে আদালত পরিচালনার প্রতি এক ধরনের অনীহা তৈরি হচ্ছে। কিছু কিছু ইউপি চেয়ারম্যান গ্রাম আদালতের প্রক্রিয়াদি অনুসরণ করে ডকুমেন্টেশনের ঝামেলা এড়াতে গ্রাম আদালতের পরিবর্তে শালিসের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করে থাকেন।

- ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ এর ২য় তফসিলে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী অংশে গ্রাম আদালত পরিচালনার বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের মধ্যে গ্রাম আদালত পরিচালনা করা বাধ্যবাধকতা থাকছেনা বা গ্রাম আদালত পরিচালনার বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালন করা হচ্ছে না।

- গ্রাম আদালত পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিটি ইউনিয়নে প্রশিক্ষিত ভিসিএ/এএসিও না থাকার কারণে স্থানীয় প্রতিনিধিগণ এটাকে একটি ঝামেলা মনে করছেন। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পভুক্ত ৬১৮টি ইউনিয়ন পরিষদে হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর(এএসিও) নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

২৯। আউএমইডি'র সর্বশেষ পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন:

আইএমইডি-এর সর্বশেষ (এপ্রিল ২০২২) পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশ সুপারিশসিমুহ	সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি
১. ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব/ এএসিও ও গ্রাম পুলিশকে "গ্রাম আদলত পরিচালনা" এর উপর আরও প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গ্রাম আদালত পরিচালনার জন্য দক্ষ করে তুলতে হবে।	বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে ১,০৭৯টি ইউনিয়ন পরিষদের সকল ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সচিব, গ্রাম পুলিশ এবং হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটরকে (মোট ২৭,৩৬৭ জন) "গ্রাম আদালত পরিচালনা" এর উপর দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আইএমইডি-এর সর্বশেষ মাঠ পরিদর্শনের পরে প্রকল্প এলাকার ৯৮২ জন নব-নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যানকে "গ্রাম আদালত পরিচালনা" এর উপর দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ এবং ৮৩৫ জন ইউপি সচিব ও হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটরকে "গ্রাম আদালত পরিচালনা" এর উপর দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে। **প্রস্তাবিত প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের কর্ম পরিকল্পনা:** প্রস্তাবিত বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ব্যতীত বাংলাদেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সচিব, গ্রাম পুলিশ এবং হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটরকে "গ্রাম আদালত পরিচালনা" এর উপর দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
২. বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনার মাধ্যমে গ্রাম আদালত আইনের এখতিয়ার বৃদ্ধি করা, পারিবারিক মামলার কিছু অংশ আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে গ্রাম আদালতে	বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর উপর কতিপয় সংশোধনী প্রস্তাবনা মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করা হয়েছে এবং উক্ত প্রস্তাবনাসমূহ গত ২৫ জুলাই ২০২২ তারিখে মন্ত্রিসভা কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন লাভ করেছে। সংশোধনী

অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।	প্রস্তাবনা মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদন প্রাপ্তির পর তা অধিকতর যাচাই-বাছাই এবং মতামতের এর জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে সংশোধনী প্রস্তাবনাসমূহের উপর লেজিসলেটিভ বিভাগ-এর সাথে স্থানীয় সরকার বিভাগের আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে, অতি শীঘ্রই লেজিসলেটিভ বিভাগ হতে চূড়ান্ত মতামত প্রদান করা হবে। সংশোধনী প্রস্তাবনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ গ্রাম আদালতের আর্থিক এখতিয়ার ৭৫,০০০/- টাকা হতে ৩,০০,০০০/- টাকায় উন্নীতকরণ, পারিবারিক বিরোধ সংক্রান্ত কতিপয় বিষয় যেমন অনাদায়ী ভরণপোষণ আদায় সংক্রান্ত বিরোধ গ্রাম আদালত আইনের তফসিলে অন্তর্ভুক্তকরণ। **প্রস্তাবিত প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের কর্ম পরিকল্পনা:** সংশোধিত গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর আলোকে গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬ এর সংশোধন করা।
৩. স্থানীয় পর্যায়ে অধিপরামর্শ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম অধিক মাত্রায় বাস্তবায়ন করা যাতে করে আবেদনকারী ও প্রতিবাদী উভয়ই বিচারিক প্যানেলের সদস্য হিসেবে নারী প্রতিনিধি মনোনয়ন করতে আগ্রহ বোধ করেন। তার পাশাপাশি নারী প্যানেল সদস্যদের গ্রাম আদালত পরিচালনায় ও স্থানীয়ভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির উপর দক্ষতা বৃদ্ধি করা।	বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে উঠান বৈঠক, কমিউনিটি সভা, মাল্টিমিডিয়া ড্রামা শো, যুব কর্মশালা ও র‍্যালী-এর মাধ্যমে ১ কোটি ১৬ হাজার স্থানীয় লোককে (নারী-৫৮%) গ্রাম আদালত এবং তার বিচারিক সেবা ও প্রক্রিয়াদি সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। এছাড়া, ৪৯৪টি নারী উন্নয়ন ফোরামের সাথে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ১৬,৯০০ অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। এ সকল প্রোগ্রামের মাধ্যমে আবেদনকারী ও প্রতিবাদী উভয়কেই বিচারিক প্যানেলের সদস্য হিসেবে নারী প্রতিনিধি মনোনয়ন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। এছাড়া, প্যানেলে নারী প্রতিনিধি মনোনয়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রকল্প কর্তৃক বিভিন্ন আইইসি উপকরণ যেমন; পোস্টার, লিফলেট, জেন্ডার নির্দেশিকা, বুকলেট, ব্রশিউর, নিউজলেটার ইত্যাদি মুদ্রণ ও তা বিতরণ করা হয়েছে। অধিকন্তু, টেলিভিশন চ্যানেলে ভিডিও ডকুমেন্টারী সম্প্রচারসহ জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকা, ক্ষুদে বার্তা ও সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে ১০ কোটি মানুষ গ্রাম আদালত সম্পর্কে জেনেছে। **প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের কর্ম পরিকল্পনা:** প্রস্তাবিত বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম আদালত সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে নিম্নরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে: ইউপি পর্যায়ে গ্রাম আদালত সম্পর্কে প্রচারণা (র‍্যালি, আলোচনা সভা, ভিডিও শো, গ্রাম আদালতের সেবা সম্পর্কিত প্রচারণামূলক সামগ্রী বিতরণ ইত্যাদি), ভিডিও শো প্রদর্শন, কেবল/ডিসের মাধ্যমে গ্রাম আদালতের বার্তা (স্ক্রোল) প্রচার এবং ফ্লিপচার্ট ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ পদ্ধতির মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন জনসমাবেশে গ্রাম আদালতের বার্তা প্রচার করা (নতুন এলাকায়)।
৪. ভিসিএমআইএস সফটওয়ার বাস্তবায়ন একটি অত্যন্ত কার্যকরী পদক্ষেপ, যা গ্রাম আদালতের মাধ্যমে মানসম্মত সেবা প্রদান করতে ও কেন্দ্রীয় পর্যায় হতে মনিটরিং এ সহযোগিতা করছে। তবে, হার্ড এবং সফট দুই পদ্ধতিতে এন্ট্রি দেওয়া এএসিওদের জন্য সময়সাপেক্ষ বিধায় অন লাইন ভার্সনে কাজ করে হার্ড কপি বন্ধ করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধিতে কোন পরিবর্তন আনা প্রয়োজন হলে তা করা যেতে পারে।	বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৭টি নির্বাচিত ইউনিয়নে সফলতার সাথে গ্রাম আদালত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (ভিসিএমআইএস) পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে পরীক্ষামূলকভাবে ভিসিএমআইএস বাস্তবায়ন সময়ে হার্ড এবং সফট- এ দুই পদ্ধতিতেই গ্রাম আদালতের মামলার আদেশনামা ও অন্যান্য ফরমসমূহের তথ্যাদি রেজিস্টার (হার্ড ভার্সন) ও ভিসিএমআইএস (সফট ভার্সন)-এ সংরক্ষণ করা হয়েছে। **প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের কর্ম পরিকল্পনা:** প্রস্তাবিত বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প এলাকার সকল ইউনিয়নে ভিসিএমআইএস বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে এবং সে লক্ষ্যে এএসিও, জেলা ম্যানেজার ও উপজেলা সমন্বকারীকে ভিসিএমআইএস এর উপর আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, গ্রাম আদালত বিধিমালা সংশোধনের মাধ্যমে মামলার আদেশনামা ও সংশ্লিষ্ট ফরমসমূহের তথ্যাদি শুধুমাত্র ভিসিএমআইএস এর মাধ্যমে (সফট ভার্সন) সংরক্ষণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ।

৫. প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষ তাদের জনপদে ছোট-খাটো বিরোধ নিষ্পত্তিতে অতি অল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে বিচারিক সেবা পাওয়ার জন্য "গ্রাম আদালত" উপযুক্ত ও কার্যকর মাধ্যম বলে প্রতীয়মান হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ সারা দেশে "গ্রাম আদালত" বাস্তবায়ন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও ইউএনডিপি) প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষ যাতে ছোট-খাটো বিরোধ স্থানীয় পর্যায়ে অতি অল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে নিষ্পত্তিতে বিচারিক সেবা পেতে পারে তার জন্য সারা দেশে "গ্রাম আদালত" এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের পদক্ষেপ নিয়েছে। বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের প্রকল্প দলিল (টিএপিপি) অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশন-এর এসপিইসি কিছু শর্ত সাপেক্ষে প্রকল্পটি অনুমোদনের সুপারিশ করেছে।

৩০। **প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run):**

প্রকল্পের মূল বাস্তবায়নকাল ছিল জানুয়ারি, ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৯। টিএপিপি-এর প্রথম সংশোধনী এবং তৎপরবর্তী 'ব্যয়-বৃদ্ধি ব্যতীত এক বছর মেয়াদ বৃদ্ধি' মোতাবেক প্রকল্পের ২য় পর্যায় সমাপ্ত হওয়ার মেয়াদ ছিল ডিসেম্বর, ২০২০। কিন্তু ২০১৯ সালে করোনা মহামারি শুরু হয়ে ২০২০ সালের প্রথম দিকে তা বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ায় বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন সময়ে জনসমাগম নিষিদ্ধসহ অফিস কার্যক্রম বন্ধ/সীমিত করে দেওয় হয়। এতে প্রকল্পের অনেক কার্যক্রম বাস্তবায়ন স্থগিত ও বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া, ৫ম পিএসসি সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ২০২২ সাল হতে দেশব্যাপী প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায় শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফলে অসমাপ্ত কার্যক্রম সম্পাদন ও দু'টি পর্যায়ের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখার জন্য প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২২ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

৩১। **বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প গ্রহণঃ**

প্রকল্পটির প্রস্তাবিত তৃতীয় পর্যায় "বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (৩য় পর্যায়)" প্রকল্পটি ৪২৬৩৫.০৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় এবং মেয়াদকাল (জুলাই, ২০২২-জুন, ২০২৭) নির্ধারণপূবক অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৫/০৯/২০২২ তারিখ প্রকল্পটির উপর ২য় এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। একইভাবে ইউএনডিপি কর্তৃক প্রকল্প দলিল (ProDoc) প্রস্তত করে প্রতিস্বাক্ষরের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত সারা দেশে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে গ্রাম আদালত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের অল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে বিচারিক সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে এবং উচ্চ আদালতে মামলার জট কমানোর মাধ্যমে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও এসডিজি ১৬.৩ এর লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করবে। এছাড়া, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সারা দেশে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বিচারিক সেবা প্রদান নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে যা এসডিজি ৫-এর লক্ষ্য অর্জনেও বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করবে। এ প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ ইইউ, ইউএনডিপি ও বাংলাদেশ সরকার - এর আর্থিক সহায়তায় সারা দেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে নতুনভাবে বাংলাদেশের ৩,০৪১টি ইউনিয়নে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ করা হবে, যা অত্র প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকল্পভুক্ত ছিল না। এছাড়া প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ইতোমধ্যে যে ১,৪১৬টি ইউনিয়নে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ করা হয়েছে সে সকল ইউনিয়নে উক্ত সেবা চলমান রাখার নিমিত্তে রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সহায়তা প্রদান করা হবে। মূলত: প্রকল্পের মোট কর্ম এলাকা হবে ৪,৪৫৭টি ইউনিয়ন অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ।

৩২। **পিআইসি এবং পিএসসি সভা সংক্রান্ত:** প্রকল্পের শুরু থেকে ১০টি টি পিআইসি এবং ৭টি পিএসসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিম্নের টেবিলে অনুষ্ঠিত সভার বিবরণ দেওয়া হল:

সভার নাম	সময়ের ধরন		এই সময় পর্যন্ত মোট লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	চলতি বছরে লক্ষ্যমাত্রা (অর্থবছর: ২০২১-২২)	চলতি বছরে প্রকৃত অর্জন (অর্থবছর: ২০২১-২২)
	পরিপত্র অনুযায়ী	ডিপিপি অনুযায়ী	পরিপত্র অনুযায়ী	ডিপিপি অনুযায়ী			
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা (PIC)	প্রতি তিন মাসে ১টি	প্রতি তিন মাসে ১টি	২৪টি	২০টি	৯টি	০২	০২
প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা (PSC)	প্রতি তিন মাসে ১টি	প্রতি ছয় মাসে ১টি	২৪টি	১১টি	০৭টি	০২	০১
এডিপি রিভিউ সভা (ADP)	প্রতি মাসে ১টি	প্রতি ছয় মাসে ১টি	৭২টি	০৬টি	০৬টি	০২	০১

৩৩। সর্বশেষ পিআইসি/পিএসসি/রিভিউ সভার তথ্য

সভার নাম ও তারিখ	প্রধান সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা-৯ম ১৩ ডিসেম্বর ২০২১	ক. স্থানীয় সরকার বিভাগ, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন এবং ইউএনডিপির সাথে আলোচনার মাধ্যমে দেশব্যাপী এভিসিবি প্রকল্প ৩য় পর্যায় বাস্তবায়নের সম্ভাব্য বাজেট ও কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা; খ. ১ জুলাই ২০২২ হতে দেশব্যাপী এভিসিবি প্রকল্প ৩য় পর্যায় শুরু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজসমূহ (ডকুমেন্ট) (ফাইনান্সিয়াল এগ্রিমেন্ট-ইআরডি ও ইইউ, কন্ট্রিবিউশন এগ্রিমেন্ট-ইউরোপীয়ন ইউনিয়ন ও ইউএনডিপি, প্রোডক- এলজিডি, ইআরডি ও ইউএনডিপি এবং টিএপিপি- প্ল্যানিং কমিশন) প্রস্তুত করা।	ক. খসড়া বাজেট এবং কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগে ও দাতা সংস্থা ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দাখিল করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন প্রাথমিকভাবে বাজেট অনুমোদন করেছে। খ. স্থানীয় সরকার বিভাগের সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে প্রকল্প কর্তৃক টিএপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বর্তমানে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)'এর ইউএন উইং দপ্তরে পর্যালোচনা পর্যায় আছে।
প্রকল্প পরিচালনা কমিটি (পিএসসি) সভা-৭ম ৩১ জানুয়ারি ২০২২	ক. সমগ্র দেশব্যাপী (পার্বত্য চট্টগ্রাম এর ৩টি জেলা ব্যতীত) গ্রাম আদালত কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য ৫ বছর মেয়াদে ৬০.৫৭ মিলিয়ন (ইউএসডি) বাজেট-এর প্রেক্ষিতে ৩,০৪১ ইউনিয়নে গ্রাম আদালত কার্যকরীকরণসহ ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত ১,৪১৬ ইউনিয়নে ভি.সি কার্যক্রম রক্ষণাবেক্ষণ (চলমান) রাখার জন্য এভিসিবি প্রকল্প-৩য় পর্যায় (চূড়ান্ত) প্রস্তাবনা পিএসসি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন দেওয়া হয়।	
	খ. মোট ৬০.৫৭ মিলিয়ন বাজেটের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের কন্ট্রিবিউশন ২৯.২০ মিলিয়ন ইউএসডি, ইইউ'র কন্ট্রিবিউশন ২৫.০০ মিলিয়ন ইউরো (২৮.৩৭ মিলিয়ন ইউএসডি), এবং ইউএনডিপি'র কন্ট্রিবিউশন ৩.০০ মিলিয়ন ইউএসডি সম্মতি দেওয়া হয়। এছাড়া অনুদানের খাতসমূহ হতে বাংলাদেশ সরকারের অংশের বাজেট পুনঃপর্যালোচনাপূর্বক কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাবনা দলিল (টিএপিপি) পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	খ. খসড়া বাজেট, কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাবনা বর্তমানে স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে পর্যালোচনার পর্যায়ে আছে।
	গ. ১ জুলাই ২০২২ হতে দেশব্যাপী এভিসিবি প্রকল্প-৩য় পর্যায় (চূড়ান্ত) শুরু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহ (ফাইনান্সিয়াল এগ্রিমেন্ট-ইআরডি ও ইইউ, কন্ট্রিবিউশন এগ্রিমেন্ট-ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও ইউএনডিপি, প্রোডক-এলজিডি, ইআরডি ও ইউএনডিপি এবং টিএপিপি-প্ল্যানিং কমিশন) প্রস্তুত ও অনুমোদন প্রক্রিয়া তরান্বিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়;	গ. ফাইনানসিয়াল এগ্রিমেন্টটি বর্তমানে ইআরডি হতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য গত ২৯ মে ২০২২ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
	ঘ. হাইকোর্ট কর্তৃক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হবার সাথে সাথে এএসিও নিয়োগ প্রক্রিয়া তরান্বিত করা ও দ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়;	ঘ. নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান আছে। প্রকল্প এলাকার আওতায় ২৭ জেলা হতে হালনাগাদ তালিকা সংগ্রহ করার বিষয়ে নোট ফাইল এবং চিঠি অনুমোদন করে মাঠ পর্যায় প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
	ঙ. গ্রাম আদালত আইন সংশোধন অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে চলমান রাখা;	ঙ. গত ২৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইন খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাই সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে খসড়া আইনটি মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রেরণের নিমিত্ত অপেক্ষমান আছে।

৩৪। সার্বিক পর্যবেক্ষণঃ

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত "বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি ২৮০৯৪.৩০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি: হতে ডিসেম্বর ২০১৯খ্রি: মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৪/১২/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইউএনডিপি'র আর্থিক (অনুদান) ও কারিগরী সহায়তায় পরিচালিত হয়েছে। পরবর্তীতে ২৭/১২/২০১৬ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। প্রকল্পটির মেয়াদকাল অপরিবর্তিত রেখে ০৭/১০/২০১৯ তারিখে ৩১১৭৪.০৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়। অতঃপর প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদকাল (জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি: হতে ডিসেম্বর ২০২০খ্রি:) ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পটি সর্বশেষ ৩১৮৯৫.১৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (জিওবি ৪৪৪০.৩১ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২৭৪৫৪.৮৩ লক্ষ টাকা) মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি: হতে জুন ২০২২খ্রি পর্যন্ত নির্ধারণ করে ২য় সংশোধন করা হয়। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩০৫১৪.৮১ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৫.৬৭% লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৫.৬৭%।

- প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে নিয়মবর্হিভুতভাবে আন্তঃঅংগ সমন্বন না করেই ৬টি অঙ্গে অতিরিক্ত ২০১.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

- প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত তথ্য মতে ৬ বছর মেয়াদে প্রকল্পটি মাধ্যমে গ্রাম আদালতে ২,৩৬, ৮৬৮ টি মামলা দায়ের হয়েছে যার মধ্যে ১,৯৯,২৯১টি (৮৪%) মামলার রায় প্রদান করা হয়েছে এবং ১৮৬,২২০টি (৯৩%) মামলার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। উচ্চ আদালত হতে নিষ্পত্তির জন্য ১১,৬৬৯ টি মামলা গ্রাম আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। এর ফলে প্রকল্পটি একদিকে যেমন উচ্চ আদালতে মামলার চাপ কমাতে সাহায্য করছে, অন্যদিকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে কম খরচে, কম সময়ে স্থানীয় পর্যায়ে বিচারিক সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

- গ্রাম আদালতের মাধ্যমে ১৯১.৭৬ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায় করে আবেদনকারীকে প্রদান করা হয়েছে। বিচারিক সেবায় নারীর অভিগম্যতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদে নারী-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং গ্রাম আদালতের বিচারিক সেবা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, ৪৯৪টি নারী উন্নয়ন ফোরামের সাথে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ১৬,৯০০ অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। এ সকল প্রোগ্রামের মাধ্যমে আবেদনকারী ও প্রতিবাদী উভয়কেই বিচারিক প্যানেলের সদস্য হিসেবে নারী প্রতিনিধি মনোনয়ন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রকল্প কর্তৃক বিভিন্ন আইইসি উপকরণ যেমন; পোস্টার, লিফলেট, জেন্ডার নির্দেশিকা, বুকলেট, ব্রশিউর, নিউজলেটার ইত্যাদি মুদ্রণ ও তা বিতরণ করা হয়েছে।

- গ্রাম আদালত পরিচালনার জন্য ১০৭৯টি ইউনিয়নে (ভোলা জেলার একটি ইউনিয়ন পরিষদের ভৌগোলিক সীমানা নিয়ে বিরোধ মাননীয় হাইকোর্টে মিমাংসা না হওয়ায় প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম আদালত কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি) ফরম ও রেজিস্টার এবং গ্রাম আদালত সহকারী ও তার প্রয়োজনীয় অফিসিয়াল ফার্নিচার সরবরাহ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে ১,০৭৯টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব, এএসিও এবং গ্রাম পুলিশকে 'গ্রাম আদালত পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা'এর উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় লোককে উঠান বৈঠক, কমিউনিটি সভা, মাল্টিমিডিয়া ড্রামা শো, যুব কর্মশালা ও র‍্যালী আয়োজনের মাধ্যমে গ্রাম আদালতের উপর সচেতন করা হয়েছে।

- স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন অংশীজনদের মতামত ও সুপারিশের সমন্বয়ে গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ সংশোধনের জন্য প্রস্তাবটি ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইপূর্বক মন্ত্রীসভার বৈঠকে প্রেরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গ্রাম আদালত কার্যকরী হওয়ার ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষ কম খরচে ও স্বল্প সময়ে বিচারিক সেবা পাচ্ছেন। সেবা গ্রহণকারী গ্রাম আদালত থেকে বিচারিক সেবা নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

- গ্রাম আদালত পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রতিনিধিগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গ্রাম আদালতের আর্থিক এখতিয়ার ৭৫০০০/- হাজার টাকা এবং এ কাজের জন্য সুনির্দিষ্ট জনবল না থাকাকে গ্রাম আদালত পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা মনে করছেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, গ্রাম পুলিশ বিবিধ কারণে পরিবর্তন হয়ে থাকেন। এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। নতুনদের মধ্যে অনেকেই গ্রাম আদালত সম্পর্কিত যথাযথ প্রশিক্ষণ পাচ্ছে না ফলে আদালত পরিচালনার প্রতি এক ধরনের অনীহা তৈরি হচ্ছে।

- ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ এর ২য় তফসিলে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী অংশে গ্রাম আদালত পরিচালনার বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের মধ্যে গ্রাম আদালত পরিচালনা করার বাধ্যবাধকতা থাকছেনা বা গ্রাম আদালত পরিচালনার বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালন করা হচ্ছে না।

- প্রকল্পের প্রকৃত সুফল পেতে প্রকল্প চলাকালীন এবং প্রকল্প শেষ হওয়ার পরেও নতুনদের প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে চালু রাখতে হবে, ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ সংশোধন করে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী মধ্যে গ্রাম আদালত পরিচালনার বিষয়টি তফসিলভুক্ত করতে হবে এবং সকল ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত পরিচালনার জন্য সাহায্যকারী

হিসেবে হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (এএসিও) নিয়োগ/পদায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তবেই অনুমোদন প্রক্রিয়ায় থাকা বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পটি সফলতা পাবে এবং এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য **''বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে অবদান রাখা''** অর্জিত হবে।

৩৫। প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শনের স্থিরচিত্র:

প্রকল্পের স্থির চিত্র	**প্রকল্পের স্থির চিত্র**	**প্রকল্পের স্থির চিত্র**
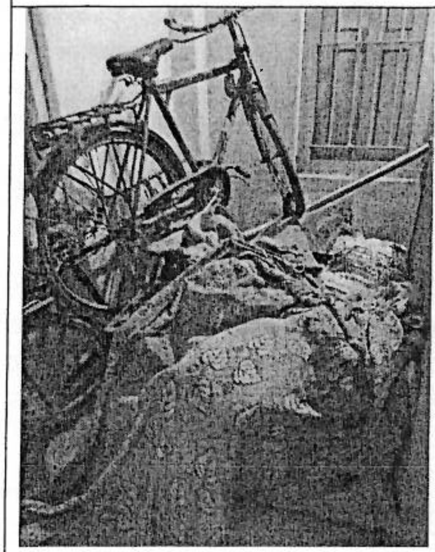		
পরিত্যাক্ত এজলাস, বাংলাবান্দা ইউনিয়ন পরিষদ, তেতুলিয়া উপজেলা		
এজলাস ভবন বর্তমানে গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, ফকিরহাট ইউপি, বাগেরহাট		
গ্রাম আদালতের চিত্র ৩নং জামিরা ইউনিয়ন, ফুলতলা, খুলনা		
	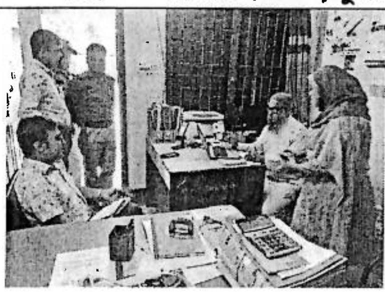	
৪নং সদ্যপুস্করিনী ইউনিয়ন রংপুর সদর	**ভিসিএমআইএস এর কার্যক্রম**	**এজলাস কক্ষ**

৩৬। সুপারিশ/মতামতঃ

৩৬.১। নিয়মবহির্ভুতভাবে আন্তঃঅংগ সমন্বন না করেই ৬টি অঙ্গে অতিরিক্ত ২০১.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃঙ্খলার পরিপন্থী। স্থানীয় সরকার বিভাগ অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করবে [পৃষ্ঠা-২, অনুচ্ছেদ- ৯];

৩৬.২। প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ে গ্রাম আদালতের সুফল পেতে ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ এর ২য় তফসিল সংশোধন করত: ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীর তালিকায় গ্রাম আদালত পরিচালনা করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যায় [পৃষ্ঠা-২৪ অনুচ্ছেদ- ৩৪];

৩৬.৩। গ্রাম আদালতের আর্থিক এখতিয়ার বৃদ্ধি এবং অধিকতর যুগউপযোগী করার জন্য গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ লেজিসলেটিভ বিভাগে যাচাই বাছাইরত অবস্থায় রয়েছে সংশোধিত আইনটি অনুমোদনের বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন [পৃষ্ঠা-২৪, অনুচ্ছেদ- ৩৪];

৩৬.৪। ইউনিয়ন পরিষদের কাজের পরিধি বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে গ্রাম আদালত পরিচালনার ক্ষেত্রে জনবল সমস্যা উল্লেখযোগ্য। এ সমস্যা সমাধানের জন্য আবশ্যিকভাবে প্রতিটি ইউনিয়নপরিষদে দ্রুত হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (এএসিও) পদে লোকবল নিয়োগ/পদায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে [পৃষ্ঠা-২৪, অনুচ্ছেদ- ৩৪];

৩৬.৫। নির্বাচিত নতুন ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের গ্রাম আদালত পরিচালনার বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ না থাকায় গ্রাম আদালত গতিশীলতা পাচ্ছে না। প্রকল্প সমাপ্তির পরেও যাতে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু থাকে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে NILG কে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে [পৃষ্ঠা-২৪, অনুচ্ছেদ- ৩৪];

৩৬.৬। ২য় পর্যায় প্রকল্পে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম ১০৮০টি ইউনিয়নে চলমান ছিল। গ্রাম আদালতের সত্যিকার সুফল পাওয়ার জন্য গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ এর সংশোধনের পাশাপাশি সারাদেশের সকল ইউনিয়নে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন [পৃষ্ঠা-২১, অনুচ্ছেদ- ২৯ (২)]।

28/11/22

(মোঃ আমিনুর রহমান)
সহকারী পরিচালক
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩